চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 163 Tuesday, 14 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৬৩ সংখ্যা ✱ ৩১ বৈশাখ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সোমবার সকাল থেকেই বিজেপি'র মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আসতে থাকে নির্বাচনী অনিয়মের খবর। নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কৃষ্ণনগরের চাপড়ার একটি বুথে সিপিএমের এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে বাম এবং তৃণমূল কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের বাসভবনে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। সোমবার গুরুতর অভিযোগ করলেন স্বাতি মালিওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

''রোহিত ও শেহওয়াগ কখনও ফিটনেস ও ট্রেনিংয়ের বিষয়ে ভাবেনি। রোহিত এটাই করলে ৫০ বছর অবধি খেলা চালিয়ে যেতে পারে।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

বিজেপি টেনেটুনে ১৯৫ পাবে মমতা

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১৩ মেঃ যে চার দফা ভোট হয়ে গেছে তাতে স্পষ্ট বিজেপি আর থাকছে না। বনগাঁর জনসভা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রচারে বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদি বারবার যে গ্যারান্টির কথা বলছেন তাকেও কার্যত 'জুমলা' বলেছেন মমতা। তাঁর কথায়, মোদি সকাল-সন্ধে যা বলছেন তা আসলে নো-গ্যারান্টি। পুরোটাই ভুয়ো। একাধিক প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, তৃণমূলের এই অভিযোগ নতুন নয়। এই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই এদিন মমতা বলেন, ''বাংলার বাড়ির টাকা দিচ্ছে না, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ফুড ডিপার্টমেন্টের টাকাও বন্ধ। ১০০ দিনের কাজের টাকাও দিচ্ছে না। এদিকে রোজ বড় বড় কথা বলছে।'' এই প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, ''সকাল-সন্ধে নিজের নো গ্যারান্টি মুখ দেখাচ্ছে। যা বলছে পুরোটাই ভাঁওতা। একমাত্র তৃণমূল গ্যারান্টি দিতে পারে, বিজেপি যে গ্যারান্টির কথা বলছে তা আসলে ৪২০ গ্যারান্টি!'' ইভিএম কারচুপির অভিযোগও এর আগে করেছে তৃণমূল। সোমবার বনগাঁর সভা থেকে এই নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, ''জানেন, আমরা ধরে ফেলেছি। ভোট দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মারছে তৃণমূলে পড়ছে বিজেপির ফুলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতেনাতে ধরে সেই মেশিন বদল করিয়েছি আমরা।'' কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ফের এই সভা থেকে নিশানা করেন তৃণমূল নেত্রী। দাবি করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সীমান্তে গিয়ে গিয়ে বিজেপি পার্টির টোটো লাগিয়ে জোর করে ভোট করাচ্ছিল। সেটাও হাতেনাতে ধরা হয়েছে। মমতার আরও দাবি, ভোটের জন্য বিজেপি যে বিজ্ঞাপন করছে তাতেও তাঁর নাম ব্যবহার করছে! জল দেওয়ার নামে ভোটারদের মিথ্যা কথা বলছে তারা। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে ৭০ শতাংশ টাকা, জমি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সব রাজ্য সরকার করে বলে জানিয়েছেন মমতা। একই সঙ্গে

তাঁর কথায় উঠে আসে সেই সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। সন্দেশখালির মা বোনেদের অসম্মান করার জন্য টাকা খরচ করছে বিজেপি, এমন অভিযোগ ফের এদিন করেন তৃণমূল নেত্রী। সোমবারও সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কীভাবে চারশ পার করবে বিজেপি। মন্ত্রিসভায় তাঁর অনুজ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আবার দাবি করেছেন, তৃতীয় দফার ভোটের পরই বিজেপি ২০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। আর বাকি রয়েছে ২০০। মোদি-শাহর সেই সব দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাল্টা দাবি, এ সব বুজরুগি মাত্র। বিজেপি ২০০টি আসনও পাবে না। বনগাঁর সভা থেকে মমতা বলেন, ''ইন্ডিয়া জোট ৩০০ থেকে ৩১৫টি আসন পাবে এই ভোটে। দিল্লিতে সরকার গড়বে তারাই। আর বিজেপি টেনেটুনে ১৯৫ পেতে পারে। ২০০ আসন পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না।'' ভোটে এই ধরনের দাবি পাল্টা দাবি করা দস্তুর। পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজনীতি ধারণা তৈরির খেলা। বিজেপি এবার লোকসভা ভোটের আগে থেকে এই ধারণা চাউর করে দিতে চেয়েছে যে তারাই জিতছে। যাতে সেই প্রচারের মাধ্যমে তারা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে ফ্লোটিং ভোটার বলে যাদের মনে করা হয়, তারা অনেক সময়েই এই সব প্রচারে প্রভাবিত হয়ে যান। সম্ভবত সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা ধারণা তৈরি করতে চাইছেন যে, বিজেপি যা দাবি করছে তা সঠিক নয়। এদিন সেফোলজিস্ট তথা সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদবও দাবি করেছেন যে বিজেপির চারশ পার কোনও ভাবেই হচ্ছে না। তাঁর হিসাবে গত লোকসভার তুলনায় ৭০টি আসন কম পেতে পারে বিজেপি। মোদি-শাহর দল পেতে পারে ২৩৩টি আসন। আর এনডিএ পেতে পারে ২৬৮টি আসন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ফের এই সভা থেকে নিশানা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি দাবি করেছেন, সীমান্তে গিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপি পার্টির টোটো লাগিয়ে জোর করে ভোট করাচ্ছিল। সেটাও হাতেনাতে ধরেছি আমরা।

'মারব এখানে', কমিশনের চাপে 'লাশ' বললেন না, অন্য কথা বললেন মিঠুন

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৩ মেঃ ভোটের প্রচারে রাজ্যে রয়েছেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আপাতত প্রার্থীদের প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় সভা করছেন তিনি। রবিবার তমলুকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেছিলেন। আর সোমবার আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারের সমর্থনে প্রচারে আসেন তিনি। তবে কার্যত নির্বাচন কমিশনের চাপে নিজের জনপ্রিয় সিনেমার ডায়লগ 'মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে'ঘুরিয়ে বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, মিঠুনের এই ডায়লগ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এক সময় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হয় অভিযোগও। তাই আরও সতর্ক অভিনেতা। আজকের সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা গেল, মারব এখানে,আর পিঁপড়ে কামড়াবে এখানে ওখানে সেখানে। তবে এই ডায়লগেও মাতলেন দর্শকরা। আজ সকালে গোঘাটে রোড শো ও বিকালে খানাকুলে জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। জনপ্রিয় এই অভিনেতাকে দেখতে প্রায় সর্বত্রই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন খানাকুলের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''বিজেপি যাকে-তাকে প্রার্থী করে না। একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এটা তো দুর্নীতিগ্রস্ত দল না। এরা গরুচুরি করে না, রেশন, বিদ্যা কিছুই চুরি করে না।'' এরপর তাঁর সংযোজন, ''আমাদের বিরোধী দল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলেন। ওদের মিথ্যা লগ্নে জন্ম।''

সন্দেশখালির ভিডিয়োর পিছনে হাত রয়েছে পুলিশেরও শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ সন্দেশখালির ভিডিয়োর পিছনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইপ্যাক ছাড়াও হাত রয়েছে পুলিশের। এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই ভিডিয়োয় বিজেপির সন্দেশখালি ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের মুখে শোনা গিয়েছিল শুভেন্দুর নামও। এদিন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকেও চোর বলে দাবি করেন শুভেন্দু। সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অস্বস্তি বেড়েছে বিজেপির। ওই ভিডিয়োয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা যাচ্ছে, সন্দেশখালির মহিলাদের দিয়ে ধর্ষণের ভুয়ো অভিযোগ করানো হয়েছে। অভিযোগ করার জন্য মহিলাদের ২০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু মহিলাকে শুভেন্দু অধিকারী ফোন দিয়েছেন। এদিন ভিডিয়ো নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দুবাবু বলেন, ''তৃণমূল সন্দেশখালিতে শূন্য। তৃণমূল মানে পুলিশ, পুলিশ মানে তৃণমূল। এই যে আইপ্যাককে দিয়ে পুরো ষড়যন্ত্র হয়েছে, এটা যেমন ভাইপোর মস্তিষ্কপ্রসূত, তেমনই নেপথ্যে রয়েছেন বসিরহাটের এসপি মেহেদি হাসান, এসডিপিও আমিনুল। দু'জনেই এতে জড়িত।'' সঙ্গে শুভেন্দুবাবু বলেন, ''সন্দেশখালির যে বা-বোনেরা লড়াই করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা হলে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ করা উচিত।'' এদিন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকেও আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ''সুকুমার মাহাতো চোর। সকলে জানেন। ওর পিএ (আপ্তসহায়ক) কত টাকা তুলেছেন চাকরি দেওয়ার নাম করে, তার তালিকা রয়েছে আমার কাছে। এ সব যত করবে, বিচ্ছিন্ন হবে।'' ওদিকে স্টিং ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে সন্দেশখালিতে। অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা ভয় দেখিয়ে নির্যাতিতাদের অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য করছেন। পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন এক মহিলা।

তৃণমূলের অন্দরে আবারও দায়িত্ব বাড়ল কুণালের, এবারও চিঠিতে সই ডেরেকেরই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ মুখপাত্র ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে 'অপসারণ' বিতর্কের পর আবার তৃণমূলের অন্দরে দায়িত্ব বাড়ল কুণাল ঘোষের। লোকসভা ভোটের সপ্তম দফার তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মোট ৪০ জন তারকা প্রচারকের নাম রয়েছে তালিকায়। সপ্তম দফার জন্য তারকা প্রচারকদের সেই তালিকায় আছেন কুণাল ঘোষও। তালিকায় ৩৫ নম্বর নামটি রয়েছে কুণালের। রবিবারই নির্বাচন কমিশনের কাছে ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা-সহ চিঠি পাঠিয়েছে তৃণমূল। কাকতালীয়ভাবে এবারের চিঠিতেও সই রয়েছে 'কুইজ মাস্টার' ডেরেক ও'ব্রায়েনেরই। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই তৃণমূলের তরফে একটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছিল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে কুণালের 'অপসারণের' কথা। সেই প্রেস বিবৃতিতে সই ছিল ডেরেক ও'ব্রায়েনের। তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন কুণাল। কুণালের দাবি ছিল, তিনি আগেও ওই পদগুলি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। ফলে প্রেস বিবৃতি 'অপসারণ' শব্দ প্রয়োগে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন কুণাল। ডেরেককে 'কুইজ মাস্টার' সম্বোধন করে এই ধরনের বিবৃতির সমালোচনাও করেছিলেন তিনি। সেই ঘটনার পর ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় কুণাল-ডেরেক বৈঠক হয় ডেরেক ও'ব্রায়েনের বাড়িতে। সেই বৈঠকের পর থেকেই বরফ গলার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ডেরেকের বাড়িতে ত্রয়ীর বৈঠক শেষ করে বেরিয়ে কুণাল গান শুনিয়েছিলেন, 'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে' আর এবার সপ্তম দফার ভোটের জন্য তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকায় আবারও কুণাল ঘোষ। ফের দলের হয়ে গুরু দায়িত্ব পেলেন কুণাল। সপ্তম দফায় বাংলার একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ আসনে ভোট রয়েছে। হাইভোল্টেজ ডায়মন্ডহারবার থেকে শুরু করে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর-সহ মোট আটটি আসনে ভোট রয়েছে সপ্তম দফায়।

আসানসোলে অনেক কম ভোট পড়ল, ৮ আসনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৭৫.৬৬ শতাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ সোমবার লোকসভার চতুর্থ দফায় বাংলার আট আসনে মোটামুটি ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট গ্রহণ হল। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে গড়ে ৭৫.৬৬ শতাংশ। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই কম ভোট পড়েছে আসানসোল আসনে। আসানসোলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৯.৪৩ শতাংশ। এদিন মোট আটটি লোকসভা আসনে ভোট হয়েছে বাংলায়। সেই আট আসন হল, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর ও বীরভূম। বিক্ষিপ্ত ভাবে বীরভূম ও বর্ধমান দুর্গাপুরে এদিন কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটে। বহরমপুরের কিছু এলাকায় বুথ দখল ও ছাপ্পা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। তা ছাড়া রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা

করেছেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। তবে কমিশন জানিয়েছে, মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত বহরমপুরে ভোট পড়েছে ৭৫.৩৫ শতাংশ। কৃষ্ণনগরে ৭৭.২৯ শতাংশ, রানাঘাটে ৭৭.৪৬ শতাংশ, বর্ধমান পূর্বে ৭৭.৩৬ শতাংশ, বর্ধমান-দুর্গাপুরে ৭৫.০২ শতাংশ, বোলপুরে ৭৭.৭৭ শতাংশ এবং বীরভূমে ৭৫.৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল ৬টা পর্যন্ত। তার পর চূড়ান্ত পরিসংখ্যান মঙ্গলবার জানাবে নির্বাচন কমিশন। তবে চতুর্থ দফাতেও পূর্বের তুলনায় কম ভোট পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত লোকসভা ভোটে বহরমপুরে মোট ভোটারের ৭৯.৪১ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে ভোটার টার্ন আউট ছিল ৮৩.৭৫ শতাংশ। বর্ধমান পূর্বে গতবার ৮৪.৭৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল, বর্ধমান দুর্গাপুরে ভোট পড়েছিল ৮২.৬৭ শতাংশ। গত বার আসানসোলে ভোট পড়েছিল ৭৬.৬২ শতাংশ। আর বোলপুর ও বীরভূমে ৮৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছিল। কমিশনের মতে, সেই শতাংশের হিসাবে খুব বেশি হেরফের হবে বলে মনে করা হচ্ছে না।

অশান্ত চতুর্থ দফা! নড়েচড়ে বসল জাতীয় নির্বাচন কমিশন, ফোন সিইও দফতরে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অশান্তির ছবি ফিরল চতুর্থ দফার নির্বাচনে! বেলা বাড়তেই একের পর এক জায়গায় অশান্তির ছবি। বিশেষ করে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি মন্তেশ্বর, দুর্গাপুর ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে সংঘাতের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা। ভাঙচুর করা হল দিলীপ ঘোষের কনভয়ের বৈঠক। কোথায়, কেমন নির্বাচন হল সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নিতেই ওই বৈঠক হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। সমস্ত রাজ্যের পাশাপাশি বাংলার সিইও উপস্থিত ছিলেন। তিন দফায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে রীতিমত প্রশংসা শুরু করে। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ব্যাপক উত্তেজনা। অন্যদিকে ধুন্ধুমার বর্ধমানের মন্তেশ্বরে! একেবারে বাঁশ উঁচিয়ে দিলীপ ঘোষকে বাধা, গাড়ির সামনেই শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ তৃণমূলকর্মীদের। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে দেওয়া হল রাস্তাতেই। কিছুতেই এগোতে কংগ্রেসের এজেন্টকে বুথের ভিতরে ধাক্কা মারা হয়। এই অভিযোগ স্বীকার করে নেন প্রিজাইডিং অফিসার। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরে ঘটনাস্থলে বাহিনী নিয়ে যান বড়ঞা থানার ওসি অতনু দাস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি

গাড়িও। একের পর এক ঘটনায় নড়েচড়ে বসল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ঘটনার পরেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে ফোন শীর্ষ আধিকারিকদের। কেন এই ঘটনা বিস্তারিত তথ্য নির্বাচনী সদন নিয়েছে বলে খবর। একই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশন প্রতি ঘটনায় কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই সংক্রান্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টও তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, গত তিন দফায় তেমন বড় কোনও ঘটনার সাক্ষী থাকেনি বাংলার মানুষ। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে নির্বাচন সদন। সম্প্রতি উচ্চ পর্যায়ের একটি করেন রাজীব সিনহা। কিন্তু চতুর্থ দফাতে সম্পূর্ণ বদলে গেল অবাধ নির্বাচনের ছবিটা। একাধিক জায়গায় অশান্তির অভিযোগ সামনে আসছে। এমনকি ছাপ্পা, বুথ জ্যামের মতো একের পর এক ছবিও সামনে আসছে। তবে রণক্ষেত্র অবস্থা মন্তেশ্বর, দুর্গাপুরে। সেখানে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি এবং তৃণমূল সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের ব্যাপক মারধরের অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে একেবারে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার পরেই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী ও এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে দেবেন না তাঁরা দিলীপ ঘোষকে, সরব হলেন তৃণমূল কর্মীরা। গাড়ির সামনেই শুয়ে পড়লেন তৃণমূলকর্মীরা। এমনকি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কনভয়ে থাকা গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিরাট পুলিশ বাহিনী। নামানো হয় র‍্যাফ। অন্যদিকে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের শ্রীহট্ট গ্রামে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, ১৬৫ নম্বর বুথে ভোটারদের হুমকি দিয়েছে তৃণমূলের কর্মীরা। এমনকী গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁদের আশ্বস্ত করে পুলিশ। স্থানীয় এক কংগ্রেস কর্মীর অভিযোগ, সংখ্যালঘু এলাকায় গিয়ে তৃণমূল কর্মীরা ভয় দেখাচ্ছে। তাঁদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে। এজেন্টদের বের করে দিচ্ছে। এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। তাদের দাবি, এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বরং তাঁদের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। সেবিষয়ে কোনও অভিযোগ জানালে কেন্দ্রীয় বাহিনী কিছু করছে না। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ওই বুথে সুষ্ঠুভাবেই ভোটগ্রহণ হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে হাইকোর্টকে বড় তথ্য দিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ রাজ্যের রেশন দুর্নীতিতে এখনও পর্যন্ত ৮৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রিপোর্ট দিয়ে হাইকোর্টে জানাল রাজ্য। তার মধ্যে ৬৫টি মামলায় ইতিমধ্যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। দু'টি মামলায় ত্রুটি রয়েছে। বাকি ২০টি মামলার তদন্ত চলছে বলে এই রিপোর্টে জানিয়েছে রাজ্য। এদিকে রাজ্যের এই রিপোর্ট নিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে চায় ইডি। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। সেখানেই রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানায় ৮৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে রেশন মামলায়। রাজ্যের তরফে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের পরই পাল্টা ইডির তরফে বলা হয়, রাজ্যের রিপোর্ট নিয়ে ইডি তাদের বক্তব্য জানাতে চায়। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ১৭ জুন ইডিকে এই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আগেই রাজ্যের হাতে থাকা ৬টি মামলার তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। ২৪ জুন পর্যন্ত সেই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। গাইঘাটা থানার একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত রেশন দুর্নীতির মামলা ইডিকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর গ্রেফতারির পর থেকে একের পর এক পর্দা ওঠা শুরু হয়েছে এই মামলায়। এক সময় রেশন দুর্নীতি নিয়ে যেরকম অভিযোগ উঠেছিল, তাতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ার অভিযোগও সামনে আসে। এদিন রাজ্য জানাল ৮৭টি অভিযোগ এই রেশন দুর্নীতিতে দায়ের করা হয়েছে।

'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোলের দাবি করব', অধীরের কণ্ঠে হতাশার সুর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৩ মেঃ আজ, সোমবার চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন বড় কথা ঘোষণা করলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। সকালেই আশঙ্কার সুর শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে হারাতে চায়। ইউসুফ পাঠানকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। বিজেপি হাত শক্ত করতে চায় দিদি। আর তার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, অধীর চৌধুরী কি হেরে যেতে চলেছেন বহরমপুর কেন্দ্রে? কারণ চতুর্থ দফার ভোট শেষের আগেই অধীররঞ্জন চৌধুরীর মুখে শোনা গেল পুনর্নির্বাচনের কথা। যিনি কদিন আগেই বলেছিলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে হেরে গেলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। রাস্তায় বসে বাদাম বেচবো।'' তিনিই সবার আগে দাবি তুললেন, পুনর্নির্বাচনের। আজ নিজের গড়েই অধীরকে গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়। গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। ঘেরাও হন অধীর। গালিগালাজ শুনতে হয়। সালারে এগোতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন অধীর চৌধুরী। এই ঘটনার পরই পরিস্থিতি যে আগের মতো নেই সেটা বুঝে যান অধীর। আর ইউসুফ পাঠানকে দেখা যায় ভোট কর্মীদের সঙ্গে সেলফি তুলতে। কারণ তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। এই আবহে অধীর বলেন, ৯ থেকে ১০টি বুথে ছাপ্পা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন অধীর চৌধুরী হারুক বিজেপি জিতুক।'' এদিকে এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্ব থেকে দেখা যাচ্ছিল

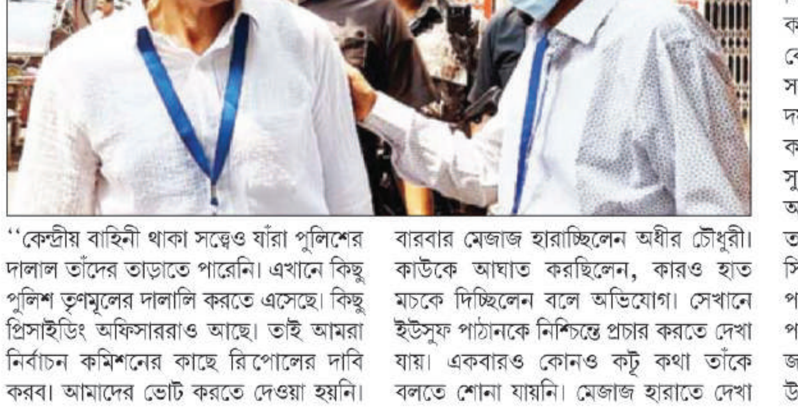

''কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যাঁরা পুলিশের দালাল তাঁদের তাড়াতে পারেনি। এখানে কিছু পুলিশ তৃণমূলের দালালি করতে এসেছে। কিছু প্রিসাইডিং অফিসাররাও আছে। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোলের দাবি করব। আমাদের ভোট করতে দেওয়া হয়নি। বারবার মেজাজ হারাচ্ছিলেন অধীর চৌধুরী। কাউকে আঘাত করছিলেন, কারও হাত মচকে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সেখানে ইউসুফ পাঠানকে নিশ্চিন্তে প্রচার করতে দেখা যায়। একবারও কোনও কটূ কথা তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। মেজাজ হারাতে দেখা যায়নি। তাই ভোটের দিনও সবার কাছ থেকে সাড়া পেলেন ইউসুফ। সেখানে অধীর চৌধুরীকে বলতে হচ্ছে, ''আমাকে হারাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা হচ্ছে। ওদের মূল উদ্দেশ্য অধীর চৌধুরীকে হারানো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিতু মহিলা। ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না আমি জানি।'' যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অধীর চৌধুরী যা বলছেন তা নিজের হতাশা থেকে বলছেন। এতে তৃণমূল কংগ্রেস কিছু মনে করছে না। বহরমপুর চষে বেড়াতে শুরু করেন অধীর। কিন্তু ভোটের সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের দয়ানগর এলাকায় অধীররঞ্জন চৌধুরীর কনভয় আটকায় বহরমপুর সদরের ডিএসপি সুশান্ত রাজবংশী। তাতেই ক্ষেপে ওঠেন অধীর। যদিও পুলিশের বক্তব্য, অধীর চৌধুরী তাঁর নিজের ব্যক্তিগত একটি গাড়ি এবং সিকিউরিটির একটি গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। অন্য কোনও গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন অধীর। তাতে পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয় বহরমপুর শহরে।

সোমবার লোকসভার পাশাপাশি বিধানসভা ভোট অন্ধ্র, ওড়িশায়

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃসোমবার দেশের লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি দুই রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় চলছে বিধানসভা নির্বাচন। চতুর্থ দফায় ওড়িশাতে ৬ লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি ভোট হচ্ছে ২৮ বিধানসভা আসনেও। আর অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫ লোকসভা আসনের পাশাপাশি ১৭৫ বিধানসভা আসনে ভোট হচ্ছে।অন্ধ্রে এবার মূলত দ্বিমুখী লড়াই। এই রাজ্যে শাসক ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং টিডিপি মূল লড়াইয়ে। ১৭৫ আসনের মধ্যে টিডিপি লড়ছে ১৪৪ আসনে। জনসেনা লড়ছে ২১টি বিধানসভা আসনে। বিজেপি লড়ছে ১০টি বিধানসভা আসনে। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গী হিসাবে লড়ছে বাম দলগুলি।চতুর্থ দফায় ওড়িশার মালকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড়, নবরংপুর, নৌপদা এবং কালাহান্ডি লোকসভায় ভোট হচ্ছে। সেইসঙ্গে ভোট হচ্ছে ২৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে। ওড়িশায় এবার মূল লড়াই বিজেডি এবং বিজেপির। অন্ধ্রের মতো এখানেও তৃতীয় শক্তি কংগ্রেস।

এজেন্টকে বাধা দেওয়া নিয়ে অশান্তি, দুর্গাপুরে এলাকা-ছাড়া বিজেপি বিধায়ক

দুর্গাপুর, ১৩ মে ঃ বুথে পোলিং এজেন্টকে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্ত হল দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি এলাকায়। বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইকে এলাকা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। দুর্গাপুর ২৭৭ এসি ৮২ নম্বর বুথে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে বাধা দেওয়া নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত।ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল এবং বিজেপির কর্মীরা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের বিধায়ককে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল অবশ্য পাল্টা দাবি করেছে, বিধায়ক বুথের সামনে দাঁড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন।

ভোট দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, দেশবাসীর ওপর পূর্ণ আস্থা বিজেপি নেতার

খুন্তি, ১৩ মে ঃগণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ডের খুন্তি সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন মুন্ডা। সোমবার সকালে খুন্তির একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন অর্জুন মুন্ডা। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন কংগ্রেসের কালি চরণ মুন্ডা।এদিন ভোট দেওয়ার পর অর্জুন মুন্ডা বলেছেন, গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব চলছে। আমি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি। এই নির্বাচন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দেশের জনগণ বিজেপিকে ভোট দেবেন, এ বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।

গুন্টুরে ভোটারকে চ। মারার অভিযোগ বিধায়কের বিরুদ্ধে

গুন্টুর, ১৩ মে ঃ সোমবার দেশজুড়ে চতুর্থ দফার ভোট চলছে। বাংলার আট আসন মিলিয়ে মোট ৯৬ কেন্দ্রে ভোট হচ্ছে এদিন। এরই মধ্যে ভোটকেন্দ্রে ভোটারকে চ। মারার অভিযোগ উঠল বিধায়কের বিরুদ্ধে। পালটা বিধায়ককে চ। কষালেন ওই ভোটার।জানা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা হয়েছে। এদিন এক ভোটারের সঙ্গে হতাহাতিতে জড়ালেন ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিধায়ক এ শিবকুমার। ভোটারদের বক্তব্য, ভোটের লাইন এড়িয়ে বিধায়ক আগে গিয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিবাদ জানায় এক ভোটার। আর তাতেই রেগে যান বিধায়ক শিবকুমার। তেড়ে এসে ভোটারকে চ। কষিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পালটা চ। মারেন ভোটারও। মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গুরুদ্বার পাটনা সাহিবে সেবা প্রধানমন্ত্রীর, নিজের হাতে পরিবেশন করলেন খাবার

পাটনা, ১৩ মে ঃভোটের আবহেই অন্য ভূমিকায় দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মাথায় পাগড়ি বাঁধলেন তিনি। গুরুদ্বারের লঙ্গরে সেবাও করলেন। ভক্তদের পাতে পরিবেশন করলেন খাবার। প্রধানমন্ত্রীকে এই রূপে দেখে আপ্লুত সবাই।সোমবার সকালে পাটনার গুরুদ্বার পাটনা সাহিবে দর্শন করতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাদা কুর্তা, উপরে ধূসর জহরকোট এবং মাথায় কমলা পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। গুরুদ্বারে প্রণামের পর লঙ্গর সেবা করতে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে তাঁকে কড়াইয়ে পাক দিতে, রুটি বেলতে দেখা যায়। এরপর তিনি বালতি নিয়ে খাবার পরিবেশন করেন গুরুদ্বারে আগত ভক্তদের মধ্যে।গুরুদ্বার পাটনা সাহিবে প্রধানমন্ত্রীর এই আগমণ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অশ্বিনী চৌবে বলেছেন, আমাদের প্রধান সেবক প্রধানমন্ত্রী মোদী পুণ্য স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং গুরু গোবিন্দ সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি ''সেবা''ও করেছেন।

সংকটকালে কালোবাজারি, প্রশাসনের অভিযানে তেলিয়ামুড়ায় বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণের পেট্রোল-ডিজেল

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১৩ মেঃ পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারি রুখতে ময়দানে নেমে সফল অভিযান চালিয়েছে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও মহাকুমা খাদ্য দপ্তর। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে অবৈধ মজুতকৃত প্রচুর পরিমাণ পেট্রোল ও ডিজেল।বেশ কয়েকদিন ধরে গোটা রাজ্যে পেট্রোল এবং ডিজেলের সংকট চলছে। ফলে সাধারণ মানুষকে পাম্পে দীর্ঘ লাইন ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। রাজ্যে পেট্রোল ডিজেলের এই সংকটকে হাতিয়ার করে পেট্রোল এবং ডিজেলের কালোবাজারি বিভিন্ন চক্র ইতিমধ্যই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও। অভিযোগ, ওই সব কালোবাজারিরা পেট্রোল ডিজেলের সংকটকালীন অবস্থায় চড়া দামে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি বিক্রি করে জনসাধারণের পকেট কাটছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠা ওই সকল পেট্রোল ডিজেল কালোবাজারি চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ময়দানে নামে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও মহাকুমা খাদ্য দপ্তর।গত বৃহস্পতিবার পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারির বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঘিলাতলি, কল্যাণপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিযে. অবৈধভাবে মজুতকৃত ৫৫ লিটার পেট্রোল এবং ১২২ লিটার ডিজেল উদ্ধার করে দপ্তর।এদিনের এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমাশাসক অপূর্বকৃষ্ণ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী। এছাড়া আজকের অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ইন্সপেক্টর কমলেন্দু ধর সহ পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা।ঐদিনের এই অভিযানের বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী জানান, পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারি রুখতেই মূলত এই অভিযান। তাছাড়া এদিনের এই অভিযানের মধ্য দিয়ে উদ্ধারকৃত পেট্রোল ডিজেলগুলি সরকারি নিয়ম অনুসারে পেট্রোল পাম্পে দেওয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায্য মূল্যে পেট্রোল ডিজেল পেতে পারেন।তিনি আরও জানান, আগামীদিনেও যদি পুনরায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় এ ধরনের চক্রের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় তা-হলে তৎক্ষণা এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে দপ্তর।

চলে গেলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা, সমাজ সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত বিরুবালা রাভা

গুয়াহাটি, ১৩ মেঃচলে গেলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা, সমাজ সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত (ড.) বিরুবালা রাভা। আজ সোমবার সকাল ৯ঃ৩ মিনিটে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী মানবাধিকার কর্মী বিরুবালা। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।ক্যানসার-আক্রান্ত পদ্মশ্রী (ড.) বিরুবালা রাভার চিকিসার যাবতীয় ব্যয় বহনভার গ্রহণ করেছিল অসম সরকার। আজ সকালে তাঁর মৃত্য সংবাদ পেয়ে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে গিয়ে প্রয়াতের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। এছাড়া আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হাসপাতালে গিয়ে বিরুবালার মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। মন্ত্রী পাটোয়ারির তত্বাবধানে প্রয়াত রাভার মরদেহ সুসজ্জিত শকটে করে গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তবর্তী তাঁর ঠাকুরভিলা গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।এদিকে পদ্মশ্রী (ড.) বিরুবালা রাভার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দুই পরিষদীয় মন্ত্রী যথাক্রমে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এবং জয়ন্তমল্ল বরুয়াকে প্রয়াত বিরুবালার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করতে তত্ত্বাবধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রসঙ্গত, অন্ধবিশ্বাস, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে বিরুবালা রাভার নিরলস সংগ্রাম জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ১৯৫৪ সালে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তবর্তী ঠাকুরভিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জীবনের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিরুবালাকে। পরিবারিক দৈন্যতার দরুন অল্প বয়সে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এত বাধা সত্ত্বেও তিনি একজন শক্তিশালী সমাজকর্মী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কুসংস্কারমুক্ত হতে নিরলস লড়াই করেছেন।১৯৮৫ সালে গ্রামের এক হাতুড়ে বৈদ্য (তান্ত্রিক) কর্তৃক তাঁর ছেলের ভুল রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করেন বিরুবালা রাভা। এর পর তিনি সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস দূর করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ছুটতে থাকেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিরুবালা রাভা অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হযেছেন। এর মধ্যে ২০০৫ সালে নর্থইস্ট নেটওয়ার্ক তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া ২০১১ সালে সব্বেশ্বর দত্ত স্মারক, ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে ডেকে নিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সংবর্ধনা, ২০১৯ সালে নগাঁওয়ের আনন্দরম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কর্তৃক ‘ ঢেকিয়াল ফুকন পুরস্কার, ২০১৫ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সোলজার অব হিউমিনিটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বিরুবালা রাভা। তাছাড়া ২০১৫ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেয়।এদিকে ২০২১ সালে সামাজিক কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানকে স্বীকৃতি দেয় ভারত সরকার। ওই সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে বিরুবালা রাভা মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী সম্মাননা লাভ করেন।অসম সরকার কর্তৃক প্রিভেনশন অব উইচ হান্টিং অ্যাক্ট, ২০১৫ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কুসংস্কার জাদুকরি শিকারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত কর্মী বিরুবালা রাভা। এছাড়া গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অসম বিধানসভায় যে ‘ হিলিং (প্রিভেনশন অব ইভিল) প্র্যাকটিস বিল ২০২৪’ পাস হয়েছে, ওই বিল তৈরিতেও বিরুবালার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে অসমে বন্ধ হবে প্রথাগত রোগ নিরাময় পদ্ধতি তথা জাদুকরি বিদ্যায় রোগব্যাধির চিকিৎসা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসজনিত কার্যকলাপ।এদিকে ‘ বিরুবালা’ নামে একটি সংগঠন গড়েছিলেন তিনি। ‘ বিরুবালা’ সমাজে প্রচলিত ডাইনি শিকারের গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছে।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,১৩মেঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহার কারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএসআইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি।এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

অখিলেশ, ডিম্পল ও রাহুল ভোটে হারবেই, উন্নাও-এ ভোট দিয়ে বললেন সাক্ষী মহারাজ

উন্নাও, ১৩ মে ঃ অখিলেশ যাদব, তাঁর স্ত্রী ডিম্পল যাদব, রাহুল গান্ধী - সবাই ভোটে হারবে। এমনই দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ তথা উত্তর প্রদেশের উন্নাও-এর বিজেপি প্রার্থী সাক্ষী মহারাজ। সোমবার সকালে উন্নাও-এর একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন সাক্ষী মহারাজ। এই আসনে তাঁর বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী করেছে অন্নু ট্যান্ডনকে, বিএসপি প্রার্থী করেছে অশোক কুমার পান্ডে-কে।সাক্ষী মহারাজ এদিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যদি ৪০০ পার বলেন, আমি মনে করি আমরা ৪০০ পার করব। কনৌজ থেকে অখিলেশ যাদব, মৈনপুরী থেকে ডিম্পল যাদব, রাহুল গান্ধী রায়বরেলি ও ওয়ানাড থেকে এবং হায়দরাবাদ থেকে ওয়েইসি - সবাই নির্বাচনে হেরে যাচ্ছেন। সাক্ষী মহারাজ আরও বলেছেন, ৫ বছর ধরে, কংগ্রেস কখনই বিতর্কের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সদনে কাজ হতে দেয়নি এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে তাঁরা বয়কট করত। সুতরাং, যারা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে তারা কাপুরুষ, ধূর্ত। আমাদের 'শের'-এর মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাদের নেই।

চতুর্থ দফার ভোটে ধনীতম প্রার্থীর সম্পত্তি সাড়ে ৫ হাজার কোটি, দরিদ্রতমের কাছে মাত্র ৭ টাকা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ সোমবার দেশজুড়ে ৯৬টি আসনে নির্বাচন। প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট। এই দফায় সম্পদের পরিমাণের ফারাক চোখে পড়ার মতো। ধনীতম প্রার্থীর সা।ে ৫ হাজার কোটির সম্পত্তি। অপরদিকে দরিদ্রতমের পকেটে রয়েছে মাত্র ৭ টাকা।জানা গেছে, চতুর্থ দফার ধনীতম প্রার্থী তেলুগু দেশম পার্টির ডঃ চন্দ্র শেখর পেম্মাসানি। গুন্টর লোকসভা কেন্দ্রের এই প্রার্থীর হাতে রয়েছে ৫৭০৫ কোটি টাকার সম্পত্তি। এই তালিকায় পরবর্তী নাম বিজেপির কোন্ডা বিশ্বেশ্বর রেড্ডি। তেলেঙ্গানার চেভেল্লা কেন্দ্রের প্রার্থী ৪৫৬৮ কোটি টাকার সম্পদের মালিক। ধনীতম প্রার্থীদের মধ্যে তৃতীয় টিডিপির প্রভাকর রেড্ডি ভেমিরেড্ডি। তাঁর কাছে রয়েছে ৭১৬ কোটির সম্পত্তি।অন্যদিকে, চতুর্থ দফার ২৪ জন প্রার্থীর কাছে প্রায় কোনও সম্পত্তিই নেই। মাত্র ৭ টাকা নিয়ে নির্বাচনে ল।ছেন বাপাতলা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী কাট্টা আনন্দ বাবু। ভোটের ময়দানে ৮৩ টাকা নিয়ে নেমে প।েছেন ভীম সেনার প্রার্থী সন্তোষ উবালে। ৯০ টাকায় ভর করে ভোটে লড়ছেন শিরুর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থীর ভোর বিকাশ রোহিদাস।

ইন্দোরে ভোট দিলেন সুমিত্রা মহাজন, আহ্বান জানালেন নেতিবাচকতাকে দূর করার

ইন্দোর, ১৩ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন। সোমবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন সুমিত্রা মহাজন। নিজে ভোট দিয়েছেন, অন্যদেরও ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আহ্বান জানিয়েছেন নেতিবাচকতাকে দূর করার জন্য।লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন এদিন ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, আমি সকলের কাছে আবেদন জানাতে চাই, বাইরে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞতার সঙ্গে ভোট দিন। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে এমন ভালো মানুষের নির্বাচিত করতে হবে। আমাদের নেতিবাচকতা দূর করতে হবে।

রথী-মহারথীরাও ভোট-উৎসবে সামিল, সপরিবারে ভোট দিলেন অভিনেতা চিরঞ্জীবী

হায়দরাবাদ, ১৩ মে ঃলোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রথী-মহারথীরাও। সোমবার সকালে ভোট উৎসবে সামিল হয়েছে দক্ষিণ অভিনেতারা। এদিন সকাল সকাল ভোট দেন জুনিয়র এনটিআর, আল্লু অর্জুন প্রমুখ। ভোট দিয়েছেন চলচ্চিত্র তারকা চিরঞ্জীবী কোনিদেলাও। সবাই জুবলী হিলসের একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার চিরঞ্জীবী কোনিদেলা বলেছেন, আমি জনগণকে তাঁদের ভোটের অধিকার প্রযগে করার জন্য অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে আসুন এবং আপনার ভোট দিন। স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভোট দেন চিরঞ্জীবী।লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন দক্ষিণী অভিনেতা জুনিয়র এনটিআর ও আল্লু অর্জুন। সোমবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু সময় পরই হায়দরাবাদের জুবলী হিলসের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন জুনিয়র এনটিআর ও আল্লু অর্জুন। ভোট দেওয়ার পর ভোটাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন উভয় তারকাই। জুনিয়র এনটিআর বলেছেন, প্রত্যেককেই নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আমি মনে করি এটি একটি ভাল বার্তা যা আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অভিনেতা আল্লু অর্জুন বলেছেন, অনুগ্রহ করে নিজের ভোট দিন। ভোট দেওয়া দেশের সকল নাগরিকের দায়িত্ব। আগামী ৫ বছরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি বলতে চাই, আমি রাজনৈতিকভাবে কোনও দলের সমর্থক নই, আমি সব দলের প্রতি নিরপেক্ষ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটারে স্থিতিশীল রয়েছে। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.২৭ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৫২ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৮.০৩ ডলার এ লেনদেন করছে, ০.২৩ ডলার বা ০.২৯ শতাংশ কমে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪ মে মার্ট ঃমঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩১ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩১ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ১০ মিনিট এবং রাত১১টা ১০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-২টা ০০মিনিট। রাত-২টে ১১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনি সাধারণত যেরকম দেখেন তার থেকে কম শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাবেন- অতিরিক্ত কাজে নিজেকে জড়িয়ো না- কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন এবং অন্য দিনে আপনার সাক্ষা-সূচিকে পুনরায় নির্ধারিত করুন। শুভ দিন হবে। **মিথুন রাশিঃ**আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। সন্তান হতে পারে আজ **কর্কট রাশিঃ**নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। **সিংহ রাশিঃ**ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিবাহের যোগ হবে। **কন্যারাশিঃ**ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিদেশ যাত্রা শুভদিন **তুলারাশিঃ**মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। শুভ **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আর্থিক ভালো যাবে **ধনু রাশিঃ** কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। **মকর রাশিঃ**হতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। **মীন রাশিঃ**বেশি খাওয়া এবং উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচচতা দিতে পারেন।

‘স্টিং অপারেশন’ নিয়ে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্টিং অপারেশন’ নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চুরি ! পুর-নিয়োগে চাকরি চুরি! কয়লা চুরি! গরু চুরি! রেশন চুরি! চাষের জমি চুরি! পিঠে বানানোর ছলে হিন্দু মহিলাদের ইজ্জত চুরি! বালি চুরি পাথর চুরি! পায়খানা চুরি! ত্রিপল চুরি! সাইকেল চুরি! মাননীয়ার ডার্টি ট্রিকস ডিপার্টমেন্ট এগুলোর ব্যাপারে স্টিং অপারেশন কবে করবে? সময় যে বয়ে যাচ্ছে !

জনবহুল এলাকায় দাউ দাউ করে জ্বলে গেল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মে ঃ দাউ দাউ করে উঠলো আগুন। গাড়ি চালক গাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে। জানা গেছে, হাওড়ার চ্যাটার্জিপাড়ার দিকে আসার পথে গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। ইছাপুর মোড় শানপুর সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ব্যাটারির শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণে বেশ খানিকক্ষণ ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৩ মে ঃ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্তা বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বিরুবালা রাভার মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে পদ্ম সম্মাননা গ্রহণ সংবলিত প্রয়াতার একটি ছবি সহ কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি শিকারের মতো সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরুবালা রাভার আজীবন সংগ্রাম হাজার হাজার নারীকে ক্ষমতায়ন করেছে এবং সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। আইকনিক এই সমাজকর্মীর মৃত্যুতে আমি গভীর মর্মাহত। তিনি মানুষের সেবায় একটি মহান কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।’

সম্বলে পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, আহত ১৭

সম্বল, ১৩ মে ঃ সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের রাজপুরা থানার গাওয়ান অনুপশহর রোডে একটি ট্রাক ও ট্রাক্টর ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তারা সম্বল ও আলিগড়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় নিহতরা হল, ঘাসি রাম (৬০), মহিপাল (৫৫) ও লক্ষনপুর গ্রামের বাসিন্দা গুমানি (৪০)। ১৭ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানিয়েছেন, তারা বুলন্দশহর জেলার অনুপশহর থেকে জানাজা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এরপর দীপপুর গ্রামের কাছে একটি ট্রাক ও ট্রাক্টর ট্রলির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সুন্দরবনে মাতৃ দিবস পালন

জয়নগর ,১৩ মে ঃ রূবিবার ছিলো বিশ্ব মাতৃ দিবস। আর এই দিনটিকে স্মরনীয় করতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষেরচক শিবালয় মঃিদরে আয়োজন করা হয়ে। ছিলো মায়েদের বরণ করা।ঘোষের চক শিবালয় মঃিদরের প্রধান মহারাজ রাজমোহন বৈরাগীর উদ্যোগে টিম বিশ্বরঞ্জন চৌধুরীর সহায়তায় এ দিন ২০০ জন মায়েদেরকে বরন করে নেয় তাদের সন্তানেরা।এদিন মায়েদের চেয়ারে বসিয়ে পায়ের সামনে সন্তানের বসার ব্যবস্থা করা হয়।মায়েদের পা ধুইয়ে,মালা পরিয়ে,নমস্কার করে, মাকে প্রদক্ষিন করে মিস্টি মুখ করায় তাদের সন্তানেরা।

প্রসূনের সমর্থনে বৃহস্পতিবার হাওড়ায় পদযাত্রা বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মে ঃ হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আগামী ১৬ মে বৃহস্পতিবার পদযাত্রা করবেন বুদ্ধিজীবীরা। ওই পদযাত্রার আয়োজক হাওড়া বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। ওই পদযাত্রা শুরু হবে হাওড়ার শরৎ সদনের মূল গেটের সামনে থেকে। শেষ হবে সালকিয়া চৌরাস্তায়। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা অংশ নেবেন ওই পদযাত্রায়। সোমবার বিকেলে হাওড়া রোটারি ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান হাওড়া বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, হাওড়া জি টি রোড হয়ে মিছিল যাবে সালকিয়া চৌরাস্তায়। প্রায় দু'হাজারের মতো বুদ্ধিজীবী ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন। এদিন মঞ্চের আহ্বায়ক হাওড়া জেলা দেওয়ানী ফৌজদারি ও দায়েরা আদালতের গভঃ প্লিডার মদন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কেন বিজেপিকে একটিও ভোট নয় মিছিল থেকে আমরা সেই বার্তা দেব। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক কৃষ্ণ ঘোষ, সিরাজুল ইসলাম ও বনশ্রী তলাপাত্র প্রমুখ।

এবার জাপান উপকূলের মাছ ও সু ঃদরবনে মিললো নয়া প্রজাতির শামুক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ মে ঃ এবার জাপান উপকূলের মাছ, ফিলিপিন্সের প্রবালের সন্ধান মিললো।পাশাপাশি সু ঃদরবনে মিললো নয়া প্রজাতির শামুক।জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস সূত্রে জানা গেল ,প্রতিটি প্রাণী এই প্রথম বার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গেল।জাপান উপকূলের মাছ, ফিলিপিন্সের প্রবালের সন্ধান, আর সু ঃদরবনে মিলল নয়া প্রজাতির শামুক। তাই তো জীববৈচিত্র্য বাড়ছে সুঃদরবনের উপকূলে বলে মনে করছে গবেষকরা? সম্প্রতি একটি নদী থেকে মিলেছে নতুন এক ধরনের শামুক। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গিয়েছে জাপান ও তাইওয়ানের মাছ।তাছাড়া জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গবেষকরা রাজ্যের লাগোয়া সমুদ্র উপকূল থেকে পেয়েছেন এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক প্রবাল, যা ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপকূলগুলিতে পাওয়া যায়।জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সু ন্দরবন আঞ্চলিক অফিস সূত্রে জানা গেল ,প্রতিটি প্রাণী এই প্রথমবার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গেল।আর এই প্রাণীগুলি সংরক্ষণ করে গবেষণা করবেন সংস্থার গবেষকরা।সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিসের এক আধিকারিক জে এস যোগেশ কুমার বলেন,এইসব প্রাণী আগে কখনও রাজ্যে পাওয়া যায়নি। কীভাবে তাঁরা এখানে এলো এবং এখানকার জলবায়ু ও অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে এখানকার গবেষকরা।১) বিশেষ প্রজাতির শামুক ----জেডএসআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুন্দরবনে১৭৭ প্রজাতির শামুক রয়েছে। আরও এক প্রজাতির খোঁজ মিললো সেখানকার একটি নদীতে। জেএস যোগেশকুমার এ ও জানিয়েছেন, এখনও অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষের পা পানেনি। নদী, খাঁড়িতে গবেষণা করলে আরও অনেক নতুন প্রজাতির খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। সেই ভাবে খুঁজতে খুঁজতেই গবেষকরা নতুন প্রজাতির এই শামুক খুঁজে পেয়েছেন।২)ব্ল্যাকস্পট ব্যান্ড ফিশ------ছোট সাপের মতো দেখতে মাছ গুলিকে উত্তর বঙ্গোপসাগরের কাছে একটি মস্য বন্দরে পাওয়া গিয়েছে। মাছটির মাথা মোটা,শরীরের বাকি অংশ সরু। নাম ব্ল্যাকস্পট ব্যান্ড ফিশ। জাপান ও তাইওয়ানের উপকূলে সাধারণত এই মাছগুলিকে পাওয়া যায়। তবে রাজ্যের উপকূলে এদের দেখা মেলেনি। বহু বছর আগে এদের এক প্রজাতির দেখা পাওয়া গিয়েছিল মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও কেরলের উপকূলে। রাজ্যের উপকূলে কী ভাবে এই মাছ এসে পৌঁছলো তা নিয়ে গবেষণা শুরু করছেন গবেষকরা।৩)স্নো ফ্লেক সফ্ট কোরাল-------এছাড়া দিঘার উপকূল থেকে এক বিশেষ ধরনের প্রবাল উদ্ধার করেছেন গবেষকরা।এই প্রবালের নাম 'স্নো ফ্লেক সফ্ট কোরাল।'এই ধরনের প্রবাল দিঘার উপকূলে কী ভাবে এলো তা খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা মনে করছেন, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারের নীচের অংশে বা মস্যজীবীদের জালে আটকে পড়ে যায় প্রাণীটি। পরে তাকে উপকূলের কাছে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই প্রবালকেই উদ্ধার করেছে জেডএসআইয়ের গবেষকরা।তবে আগামী দিনে এই ধরনের ভিন্ন প্রজাতির শামুক ও ভিন্ন প্রজাতির মাছের আরো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন সু ঃদরবনের গবেষকেরা।

হাসনাবাদ নেবুখালী রোডের উপর পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৩ মে ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহে কয়েকদিন আগেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিলো বঙ্গবাসীর। কয়েকদিনের বর্ষা র স্পেল সাময়িক স্বস্তি দিলেও ফের গ্রীষ্মের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হতে পারে বঙ্গবাসী কে। তপ্ত দুপুরে তেস্টা নিবারন কিংবা শরীর কে সুস্থ রাখতে যে পানীয় জল ই ভরসা,সেই পানীয় জল নিয়েই সংকট। সংকট মেটাতে উদ্যোগের ও অভাব, আর তাই পানীয় জলের দাবিতে পথে নেমে বিক্ষোভ মহিলাাদের। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ১ নং আমবেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। হাসনাবাদ নেবুখালী রোডের উপর বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। সোমবার সকালে হাতে প্ল্যাকার্ড ও খালি কলসি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। তাদের অভিযোগ গত কয়েকমাস যাব টিউবওয়েল খারাপ,কাউকে জানিয়েই কোনো সুরাহা হয়নি। পানীয় জল আনতে তাদের কে দুরবর্তী স্থানে যেতে হয়,স্বভাবতই অসুবিধায় পরতে হচ্ছে তাদের। অবরোধের খবর পৌঁছাতেই নড়ে চরে বসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিশিকান্ত জোতদার আশ্বাস দেন কয়েকদিনের মধ্যেই টিউবওয়েলটি ঠিক করে দেওয়া হবে। তার আশ্বাসে বিক্ষোভ তোলেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি হিঙ্গলগঞ্জ মেন মন্ডলের বিজেপি সভাপতি কৃষ্ণপদ সামন্ত। তার কথায় এই বিক্ষোভ মানুষের দেখানোর ই কথা,কারন দীর্ঘদিন ধরে মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

রাজ্যপালের দ্বারস্থও হয়েছেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ দুর্বৃত্ত, বহিরাগতমুক্ত কলেজের দাবি নিয়ে পোস্টার হাতে কলেজের গেটের বাইরে ধরনায় খোদ অধ্যক্ষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল কলেজ চত্বরে। থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন অধ্যক্ষ।

কেন এমন পদক্ষেপ করলেন খোদ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ? অভিযোগ, সাবির আলি নামে এক যুবকের নেতৃত্বে বেশ কিছুদিন ধরে কার্যত দুর্বৃত্তরাজ চলছে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। তাঁর নেতৃত্বে বহিরাগতরা কলেজে দাপিয়ে বেরায় বলে অভিযোগ। ভর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সবেতেই বহিরাগতদের বাড়বাড়ন্ত। কলেজের মধ্যেই অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে পোস্টার হাতে কলেজের গেটের বাইরে খোদ অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, আমাদের কলেজে দীর্ঘদিন ধরে সাবির আলির নেতৃত্বে অশান্তি চলছে। সব সময় বহিরাগতদের আনা-গোনা লেগে আছে। এরা কোনওদিনই এই কলেজের ছাত্র ছিলেন না। যে শব্দ, ভাষা ব্যবহার করে তাঁরা তা গুলি করার থেকেও বেশি। পঙ্কজবাবু জানিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে চারুচন্দ্র থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। মুখ্যসচিব ও রাজ্যপালকেও জানানো হয়েছে বলে খবর।

বউবাজার বিস্ফোরণের চক্রী খালিদের মুক্তিতে স্থগিতাদেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি মহম্মদ খালিদের মুক্তির জন্য বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশের উপর এবার স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতেই এই নির্দেশ আদালতের।১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ গভীর রাতে ২৬৭ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দোতলা বাড়িটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যায়। মৃত্যু হয় ৬৯ জনের। সেই মামলায় একদা কলকাতার সাট্টা কারবারের ‘বেতাস বাদশা’ রশিদ খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বলা হয়, রশিদ খানের কাছে যে পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল, তা গোটা কলকাতা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। মহম্মদ খালিদ সেই রশিদের ছায়াসঙ্গী। ওই মামলায় তাঁকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। কয়েক বছর আগে খালিদ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারের ‘সেনটেন্স রিভিউ

বোর্ডে’ আবেদন করে। সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এর পর আদালতের দ্বারস্থ হয় খালিদ। খালিদের দাবি ছিল, তিন দশকের জেলজীবনে তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তন হয়েছে। তাতে আদালত জানায়, ১৫ দিনের মধ্যে খালিদকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিক সেনটেন্স রিভিউ বোর্ড। বলে রাখা ভালো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের মুক্তি দিতে রাজ্য সরকারের একটি ‘সেনটেন্স রিভিউ বোর্ড’ বা সাজা পুনর্বিবেচনা পর্ষদ রয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া বন্দির আচার-ব্যবহার কেমন, কতটা বদল হয়েছে তাঁর মানসিকতার, তিনি যে-অপরাধে জেল খাটছেন, সেই সাজা এত দিনে যথেষ্ট হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয় তাঁর মুক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সাজা খাটার ১৪ বছর পরে সরকারের সাজা পুনর্বিবেচনা পর্ষদ সংশ্লিষ্ট বন্দির মুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করে। খালিদের ক্ষেত্রে জেলযাত্রার পর ৩১ বছর কেটেছে। সেটা বিবেচনা করেই ১৫ দিনের মধ্যে তাকে মুক্তির নির্দেশ দেয় আদালত। এবার সেই নির্দেশের উপরেই স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

১৯ মে কলকাতায় দিব্যাঙ্গ ট্যালেন্ট শো-এর আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ আগামী ১৯ মে দিব্যাঙ্গ ট্যালেঃট শো-এর আয়োজন করছে নারায়ণ সেবা সংস্থা। রাজস্থানের উদয়পুরের একটি বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল নারায়ণ সেবা সংস্থা, যা প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন এবং ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। এই সংস্থার উদ্যোগে দিব্যাঙ্গ ট্যালেন্ট শো এবং ফ্যাশন শো দিব্যা হিরোস ২০২৪-এর আয়োজন হচ্ছে আগামী ১৯ মে। অনুষ্ঠানটি হবে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। নারায়ণ সেবা সংস্থার ট্রাস্টি দেবেন্দ্র চৌবিসা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, প্রতিবন্ধী প্রতিভাদের জন্য একটি মঞ্চ প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের শো আয়োজন করা হয়। উপরন্তু, এই অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য সমাজের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্য কারও থেকে পিছিয়ে নেই। এই প্রতিভা এবং ফ্যাশন শোতে প্রায় ৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (যাদের দিব্যা হিরোস বলা হয়) অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও নানা ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হবে।

নিগৃহীতাদের চিকিৎসা ও আইনি সাহায্য পিজিতে হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ বছর সতেরোর মান্ত পাল (নাম বদল)। মামাতো দাদার লালসার শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়েছিলেন। মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতেন। আগামী সপ্তাহে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি হবেন। শারীরিক-মানসিক চিকিসার সঙ্গে আইনি সহায়তা পাবেন মান্ত।

অন্যদিকে বান্দোয়ানের এক গৃহবধূ ডাইনি অপবাদ দিয়ে বাড়িছাড়া করে স্বামী-শ্বশুর। মানসিক বিকারগ্রস্ত রুমকিও এসেছেন কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে। কাউন্সেলিং করে সুস্থ করার পর নিজের ‘সংসার ফিরে পেতে সব রকমের আইনি সাহায্য পাবেন বধূ।

বস্তুত, ৮-৮০ বছরের নাবালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে চিকিৎসা-মনরোগের কাউন্সেলিংয়ের পর আইনি সাহায্য দিতেই পিজির কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে শুরু হচ্ছে ‘ওয়ান স্টপ সেন্টার।’ আপাতত ৫টি ঘর ৫০ শয্যার নিয়ে শুরু হতে চলেছে এই চিকিৎসা ও আইনি সাহায্যকেন্দ বলে জানতে পারা গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানংতে পারা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে রাজ্য ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতার পর জেলাগুলিতে এমন কেন্দ্র তৈরি হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে নারী ও সমাজকল্যাণ এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তর একযোগে এই কাজে যুক্ত হয়েছে বলে খবর মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত যে কোনও বয়সের মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার পাশাপাশি আইনি সাহায্য দিতেই এই উদ্দোগ নেওয়া হয়েছে। নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের এক সচিবের বক্তব্য, অভিযোগ পেলেই তিন দপ্তর একযোগে কাজ শুরু করবে। নিগৃহীতাকে আইনি সাহায্য দিতে ওয়ান স্টপ সেন্টারেই পরার্মশদাতা থাকবেন। বিজ্ঞপ্তি আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক ও আইনি পরার্মশদাতা পেতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গিয়েছে।

হাড়ায় বাম প্রার্থীর সমর্থনে পদযাত্রায় পা মেলালেন মহঃ সলিম

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মে ঃ হাওড়ায় বাম প্রার্থীর সমর্থনে পদযাত্রায় পা মেলালেন মহ.সেলিম। সোমবার সকালে হাওড়ার দক্ষিণ সাঁকরাইলের চাঁপাতলা থেকে মানিকপুর পর্যন্ত কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহ.সেলিম, সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভান্ডারী-সহ বাম এবং কংগ্রেসের যৌথ নেতৃত্ব।

দেবের সহকারীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে আইনি বিপাকে পাছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব। তাঁর সহকারী রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে রবিবার থেকেই শোরগোল শুরু হয়েছিল। সোমবার সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল মামলা। আগামী শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা। দেবের সহকারী রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, তিনি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ব্যক্তির থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরও চাকরি না পাওয়ায় রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে ঘাটাল থানায় তিনি এফআইআর করতে যান। অভিযোগ, পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করেনি। তাই এনিয়ে পুলিশি তদন্তে আস্থা রাখতে না পেরে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন ওই অভিযোগকারী। আর সেই আবেদন জানিয়েই সোমবার হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা দায়ের করেন।

করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে লোমহর্ষক ডাকাতি

করিমগঞ্জ, ১৩ মে ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকাধীন কালিগঞ্জের ফাতেহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক দিলীপ আচার্য্যের বাড়িতে এক লোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনাকে কেঃদ্র করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রবিবার গভীর রাতে একদল ডাকাত দিলীপ আচার্যের আবাসগৃহের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়িতে একা ছিলেন দিলীপবাবু। ঘরে ঢুকেই ডাকাতের দল তাঁর চোখে কালো কাপড় বেঁধে গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে আলমিরার চাবি চায়। প্রাণের ভয়ে তিনি আলমিরার চাবি তাদের হাতে তুলে দেন। ডাকাতরা আলমিরা থেকে নগদ এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি লুট করে চলে যায়। আজ ভোরে দিলীপ আচার্য কালিগঞ্জ থানায় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বলে জানা গেছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তারা আসেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরিক্ষা করে দেখছে বলে খবর মিলেছে।

স্বস্তির দিন শেষ, ১৬ মে-র পর দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ তীব্র দহনের পর স্বস্তি এনে দিয়েছিল বৃষ্টি। গত কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির প্রায় সর্বত্রই কমবেশি ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাবে কমেছে তাপমাত্রাও। কিন্তু বৃষ্টির এই স্বস্তি সাময়িক ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, স্বস্তির দিন ফুরিয়ে এসেছে। আবার গরম পড়বে। তাপমাত্রা বাড়বে বেশ খানিকটা। ১৬ মে-র পর দক্ষিণবঙ্গে আর ঝড়-বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪-৪৮ ঘন্টা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা মোটামুটি একই রকম থাকবে। তবে তার পর থেকে আবার চড়তে শুরু করবে পারদ। তাপমাত্রা সর্বত্রই তিন থেকে চার ডিগ্রি বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আবার গরম পড়লেও উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কমছে না। শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে। হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কমিশনের কাছে আসা অভিযোগের সংখ্যা

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ অ্যাপ গ্রুপে আসতে থাকে বিভিন্ন নির্বাচনী অনিয়মের খবর। নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ যায়। সোমবার সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৪৯২টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর মধ্যে দলগত ভাবে অভিযোগ ছিল ৩৭টি। তার মধ্যে কংগ্রেসের অভিযোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কমিশন সূত্রে খবর, দু'ঘণ্টায় কংগ্রেস ২০টি, সিপিএম ১৫টি এবং বিজেপি দু'টি অভিযোগ জানিয়েছে কমিশনে। সকাল ১১টা পর্যন্ত হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে নির্বাচন কমিশনে। মোট অভিযোগের সংখ্যা ১,০৮৮। তার মধ্যে দলগত ভাবে সিপিএম ৭২টি, কংগ্রেস ৬০টি, বিজেপি ৬টি এবং তৃণমূলের তরফে একটি অভিযোগ করা হয়। ভোটের দিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মহুয়া মৈত্র। ঝিটকিপোতায .জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তিনি বলেন, ‘ পাঁচটাতে লিড ছিল, দুটোতে ডাউন ছিল। গত বার ৬৫ হাজারে জিতেছিলাম, আমি নিশ্চিত এবার ব্যবধান আরও বাড়বে। কারণ আমি ভোটটা নিজে করি। নিজের লোক দিয়ে করি। নির্বাচন কমিশনে আধিকারিকদের মোদী-শাহ দুই তৃতীয়াংশের বিচারে নিয়োগ করেন। স্বাভাবিক এমসিসি ভায়োলেন্সে কমিশন কোনও পদক্ষেপ করে না। প্রথম দু'দফায় সাম্প্রদায়িক কথাবার্তায় কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন। এ বার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে।

বিধায়ক কল্যাণের নামে হুমকি পোস্টার হাওড়ার বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মে ঃ বিধায়ক কল্যাণের নামে হুমকি পোস্টার এবার হাওড়ার বাঁকড়ায়, উত্তেজনা। লোকসভা ভোটের আগে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নামে হুমকি পোস্টার পড়লো হাওড়ার বাঁকড়ায়। এই নিয়ে সোমবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা শাসক দলের জেলা সভাপতি কল্যাণ ঘোষের নামে ওই পোস্টার কে বা কারা দিল তা অবশ্য জানা যায়নি। হাওড়ার বাঁকড়ার ১, ২, ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই পোস্টারে ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে 'চোর' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে 'কল্যাণ ঘোষ দূর হটো। বাঁকড়ার মানুষের অনুরোধ চোর কল্যাণ ঘোষ আর না বাঁকড়ায় ঢোকে, বাঁকড়ায় ঢুকলেই কল্যাণ ঘোষকে......করে মারা হবে। ২০২৬ এর আগেই কল্যাণ ঘোষকে আমরা ডোমজুড় থেকে তাড়াবো। প্রচারে-বাঁকড়া ১, ২, ৩-এর সাধারণ মানুষ।'

দেব হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN : L67120WB1982PLC032354
রেজি. অফিসঃ ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯
ইমেলঃ delhi.mercury@gmail.com, ওয়েব সাইট ঠিকানাঃ https://devholdingsltd.in/
যোগাযোগ নং. ০১১- ৪১৬৪০৬০৭
৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	চলতি বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৪	পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২০২৩
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১৮,৪৮৫.৮১	১৮,০৫২.১৬
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৫,৭০১.১২	৫,৬৬০.১৬
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	৫,৭০১.১২	৫,৬৬০.১৬
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬,৬৪৬.১৫	৪,৬৫২.১১
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	-৪,৪৯৬.৩৭	-১৩৮.২০
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪,০০০.০০	২৪,০০০.০০
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-৫,৩৯৮.২২	-৮,৫৩৫.০৫
৮.	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট	৫৬,৮১৩.৫৩	৫৬,৮১৩.৫৩
৯.	নিট মূল্য	৭৫,৪১৫.৩১	৭২,২৭৮.৪৮
১০.	পরিশোধিত ঋণ মূলধন / বকেয়া ঋণ	০	০
১১.	অসামান্য রিডিমযোগ্য পছন্দ শেয়ার	০	০
১২.	ডেট ইকুইটি অনুপাত	-	০.৩৬
১৩.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি টাকা -এর) অবিরত এবং বন্ধ অপারেশন জন্য I.মূল II. মিশ্র	১.৩১	১.৯০
১৪.	ক্যাপিটাল রিডেম্পশন রিজার্ভ	০	০
১৫.	ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন রিজার্ভ	০	০
১৬.	ঋণ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	-	০.৩১
১৭.	ইন্টারেস্ট সার্ভিস কভারেজ অনুপাত	০	০

তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৪
বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /- আশিষ কীর্তানীয়া
(সবসময়ের পরিচালক)
DIN : 01910967

নিপন কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড
CIN : L29193WB1983PLC035760
রেজি. অফিসঃ ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯
ইমেলঃ delhi.mercury@gmail.com, যোগাযোগ নং. ০১১- ৪১৬৪০৬০৭
৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	চলতি বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৪	পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২০২৩
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	২৫,৩২৫.৫২	২৮,৩২৪.৪৪
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	২,৮০৬.২৭	৮,৪৬৩.৫৮
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	২,৮০৬.২৭	৮,৪৬৩.৫৮
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৪,৮৭৬.২৮	৭,৩৩৩.২১
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	৭,৯৪৪.৯৭	-৮৩২.৯৮
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪,৯০০.০০	২৪,৯০০.০০
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	১০৭,২১৮.২৩	৯৬,৪৬২.৬৭
৮.	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট	৫৮,৭২৪.০০	৫৮,৭২৪.০০
৯.	নিট মূল্য	১৯০,৮৪২.২৩	১৮০,০৮৬.৬৭
১০.	পরিশোধিত ঋণ মূলধন / বকেয়া ঋণ	০	০
১১.	অসামান্য রিডিমযোগ্য পছন্দ শেয়ার	০	০
১২.	ডেট ইকুইটি অনুপাত	-	০
১৩.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি টাকা -এর) অবিরত এবং বন্ধ অপারেশন জন্য I.মূল II. মিশ্র	৪.৩২	২.৭০
১৪.	ক্যাপিটাল রিডেম্পশন রিজার্ভ	০	০
১৫.	ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন রিজার্ভ	০	০
১৬.	ঋণ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	-	০.৩৮
১৭.	ইন্টারেস্ট সার্ভিস কভারেজ অনুপাত	০	০

তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৪
বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /- সদাশিবন পোলাকান্দাথিল জনার্ধনন
(সবসময়ের পরিচালক)
DIN : 02804106

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৪৩১

স্বাধীন ভারতের মর্যাদা অক্ষুন্ন

সম্পাদকীয়

ভারতের স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে এটা সবারই জানা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে কত প্রাণ বলিদান হয়েছে তার কথাও কি কোনও রকমভাবে বিশদে লেখা রয়েছে? তা হয়তো লেখা নেই। ইংরেজ সরকারে পুলিশ বাহিনী কত গোপনে বিপ্লবীদের হত্যা করেছে তা অজানা হয়ে গিয়েছে। সবচয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা। এই রকম স্বাধীনতার জন্য তো ভারতীয়রা প্রাণ দেয়নি। সংগ্রাম করেনি। কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন কত ক্ষমতালোভীরা লালায়িত ছিল। তাদের লোভের ফলেই আজকে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আঃেদালন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়ো। তারপরে বিপ্লবী অরবিন্দ জোরদার সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম করে সফল হতে পারেননি তবুও বলতে হবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা। তিনি সব কিছুকে ত্যাগ করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেননি। এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। রাসবিহারী বোসও জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে নিজের আত্মরক্ষার জন্য জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ঘর সংসার করতে পারেনি। বিপ্লবীরা সবাই কিন্তু দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাস্তায় এসে নেমে পড়ে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আঃেদালনে অংশ গ্রহণ করে। গান্ধিজিও সংসার ধর্ম ত্যাগ করে দেশের জন্য আঃেদালন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আঃেদালন ছিল অহিংসা। তবুও তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্র দেশবাসীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস দলটা ছিল স্বাধীনতা আঃেদালনের একটি মঞ্চ। স্বাধীনতা লাভ কররা পর গান্ধিজি বলেছিলেন কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলটা তুলে দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লোভীরা কংগ্রেস দলটাকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষমতা ভোগের মঞ্চে রূপান্তরিত করে। আগস্ট মাসকে স্বাধীনতার মাস বলা হয়ে থাকে। এই মাসে বহু দেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেম রাজনৈতিক নেতাদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি আবার বহু কবি লেখক এবং গায়কদের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বহু সাংস্কৃতকি মনস্ত মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' এখন গানটি আমাদের শিহরিত করে। স্বাধীনতার প্রতিটি গান আমাদের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। কবি রঙ্গলাল থেকে শুরু করে রজনী কান্ত, ডি এল রায় স্বাধীনতা লাভের জন্য কলম ধরেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বহু স্বদেশি সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করেছিলন। আজও সেই সব স্বদেশি সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। কবি নজরুল 'কারার ওই লৌহ কপাট'গানটি গাইবার সময়ে নেতাজির চোখ দিয়ে জল পড়তো। নেতাজি বহুবার নিজের গলায় গানটি গেয়েছিলেন। নেতাজির 'দিল্লি চলো' ডাক দেওয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিল দেশের সমস্ত স্তরের জনগণ। সবাই তখন দিল্লি দখল করে দেশকে স্বাধীনতা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করতে শুরু করে। বাংলার বিপ্লবীরা কিন্তু গান্ধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারেনি।

আত্মত্যাগের কথা

সম্পাদকীয়

এক সময় ছিল যখন দেশের লোকেরা অস্ত্র ধরতে জানতো না। তারা তখন অস্ত্রকে ভয় পেতো। হিংসাকে ভয় পেতো বলেই ভারতের জনগণ গান্ধির অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তবুও বলতে হবে বহু পরিবার সাহস করে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী আন্দোলন করতে সাহস দিয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, ননীবালা দেবী, দুকড়িবালা, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরলা দেবী চৌধুরানীর কথাকে উল্লেখ করতে হবে। সুশীল সেন ওবং ক্ষুদিরাম বোসের বয়স মাত্র ১৮ বছর কয়েক মাস। তাঁরা তখন স্বদেশি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ফেলেছেন। এদের আত্মত্যাগের কথাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এদের কথা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার কথা বলতেই হবে। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে বাংলার বিপ্লববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিপ্লবী অরবিন্দ। অরবিন্দের চরিত্র হচ্ছে রূপান্তরিত। প্রথম জীবনে তিনি দক্ষ ইংরেজ প্রশাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। আবার জীবনের মধ্য অধ্যায়ে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শেষ জীবনে তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্মিক জগতে। সেখানে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে নতুন পথ তৈরি করতে উপস্থিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদেশি ছড়িয়ে দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এম এন রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাদাম কামা, বীর সাভারকরসহ আরও অনেকে। 'গদর' পার্টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। রাসবিহারী এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ করার আয়োজন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাকতার জন্য সেই কৌশল একেবারে ভেস্তে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে অস্ত্র আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। ভারতের স্বাধীনতা ১৯১৪-১৫ সালেই হয়ে যেতে যদি বিশ্বাসঘাকতা করা না হতো। কৃপাল সিং সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে বিশ্বাসঘাকতা করা। বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী দলেই পুলিশের চর লুকিয়ে থাকতো। তারাই ব্রিটিশ সরকারকে গোপন খবর দিয়ে দিত। তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাহত হতে থাকে। ভারত ভাগও কিন্তু এই সব বিশ্বাসঘাতকদের কালো হাত রয়েছে। তারাই ভারতকে ভাগ করে লুটপাট করতে শুরু করে দিয়েছিল। দাঙ্গা এবং ভারত ভাগের মধ্যে দিয়ে সেই লুটপাটের চিত্র ধরা পড়ে। আজও লুটপাট হচ্ছে। আগে বিদেশিরা লুটপাট করতো। এখন ভারতীয়রা ভারতের সম্পদ লুট করছে। সম্পদশালী ভারতকে দেউলিয়া করে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সব লুটেরা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

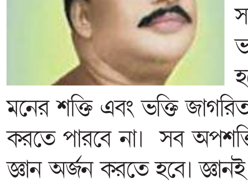

সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে।

'জীবনস্মৃতি'র পাতায় রবীন্দ্রমাতা

কৌশিক দাস

...মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যেঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়-তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতলার ঘরে থাকিতেন। যেরাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!' তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন-পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সেকথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সেদেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যেরূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদরদরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম-তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।রবি ঠাকুরের মা সারদাসুন্দরী দেবী...

সারদাসুন্দরী দেবী ছিলেন যশোরের দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে। তাঁর জন্ম ঠিক কোন সালে তা জানা যায় না। জানা যায়, ১৮৩৪ সালের মার্চ মাসে সতেরো বছর বয়সী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিবাহের সময় সারদাসুন্দরীর বয়স ছিল ছয়। সারদাসুন্দরীর বিবাহ হয়েছিল বেশ অদ্ভুত ভাবে। এ বিষয়ে জানা যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা' থেকে। সারদাসুন্দরী দেবীর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি সারদাকে কলকাতায় ঠাকুরবাড়ি নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ি ছিলেন না। গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। বাড়ি এসে মেয়েকে তাঁর দেওর না বলেকয়ে নিয়ে গেছে এবং বিয়ে দিয়ে দিয়েছে শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন।সারদাদেবীর শ্বশুর দ্বারকানাথ ছিলেন কলকাতার প্রথমসারির ধনীদের মধ্যে একজন। অতএব অনুমান করায় যায় যে বিয়েতে কী পরিমাণ জাঁকজমক হয়েছিল। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রূপবান ও গুণবান। কিন্তু তিনি পুত্রের জন্ম হওয়ার পরই দেবেন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ করে বিষয় বৈরাগ্যের উদয় হল। নির্জনে ঈশ্বরধ্যানের উদ্দেশ্যে একদিন ঘোর বর্ষায় বেরিয়ে পড়লেন পথে। সারদা দেখতে পেলেন। কেঁদেকেটে স্বামীর সাথে যেতে চাইলেন সারদাসুন্দরীও। দেবেন্দ্রনাথের শত আপত্তির তোয়াক্কা না করে স্বামীর সঙ্গ নিলেন স্ত্রী। সঙ্গে নিলেন তিন শিশুপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথকে। এতটাই জেদি ছিলেন সারদাসুন্দরী। কিন্তু পথে খবর এল, পিতা দ্বারকানাথ মারা গেছেন। যাত্রা অসমাপ্ত রেখে ফিরতে হল কলকাতায়। পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ করলেন অপৌত্তলিক মতে। ব্যাস! সমালোচনার ঝড় উঠল। ফলশ্রুতি,

আত্মীয়বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ সারদাসুন্দরীর বিশেষ মানসিক যন্ত্রণার কারণ হল। সারদাসুন্দরী ধর্ম নিয়ে পড়েছিলেন বেশ দোলাচলে। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী তেমনি সারদাসুন্দরী দেবীর শাশুড়ি দিগম্বরী দেবী ও দিদিশাশুড়ি অলকা দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। এঁদের শিক্ষা এবং ধর্মপ্রবৃত্তি ধীরেধীরে সারদাসুন্দরীকে প্রভাবিত করে। দ্বারকানাথের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হত। দেবেন্দ্রনাথ জগদ্ধাত্রী পূজা তুলে দিলেন। আর দুর্গাপূজার সময় বেরিয়ে পড়তেন দেশভ্রমণে। কালক্রমে দুর্গাপূজার পাটও উঠল। দেবেন্দ্রনাথের সেজো ভাই গিরীন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক প্রথায় অনুষ্ঠানাদি হতে দেখে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শিলার সেবার ভার গ্রহণ করে আলাদা হয়ে গেলেন। সারদাসুন্দরী নিজের ইষ্টমন্ত্র ও হরিনাম জপ করলেও স্বামীর ধর্মব্যাখ্যা শ্রদ্ধা সহকারে মন দিয়ে শুনতেন। শুনতেন ব্রাহ্মসমাজের নানান কথা। আবার এই সারদাই অভ্যেসবশত কখন কখন রমানাথ ঠাকুরের বাটীর দুর্গোৎসবের পূজারী কেনারাম শিরোমণির হাতে স্বামীর অজ্ঞাতে কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে পাঠাতেন। সৌদামিনী দেবীর এক লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সিমলায়। দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে অনেককাল বাড়িতে চিঠিপত্র দিতে পারেননি। তাই গুজব রটে যে সিপাহিরা দেবেন্দ্রনাথকে হত্যা করেছে। ব্যস! সেই শুনে সারদাসুন্দরী দেবী আহারনিদ্রা ত্যাগ করে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। মহর্ষি বাড়ি থাকলে সারদাদেবী রান্নাঘরে যেতেন। উপাসনার সময় মহর্ষির কাছে যেয়ে বসতেন। আর ছেলেরা সব শুতে গেলে একটু রাত করে দেবেন্দ্রনাথ ডেকে পাঠাতেন সারদাসুন্দরীকে। তিনি ধোয়া সুতির শাড়ি পরে একটু আতর মেখে যেতেন স্বামীর কাছে।পনেরো সন্তানের জননী সারদাসুন্দরী যে সন্তানদের দিকে সবসময় মনোযোগ দিতে পারতেন না, সেকথা ঠাকুরবাড়ির একাধিক সদস্যের স্মৃতিকথা থেকে বেশ স্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর এস্টেট'এ সারদাসুন্দরী দেবীর নামে ২৪,৭০০ টাকা দিয়ে একটি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তার সমস্ত উপস্বত্ব সারদাসুন্দরীই ভোগ করতেন। এর উপরে ব্যক্তিগত মাসোহারা ছাড়াও কন্যা ও জামাতাদের মাসোহারাও 'সারদাসুন্দরী দেবী'র খাতে প্রদত্ত হত। এক সময় ঠাকুর এস্টেটে জমিদারির আয় কমে যাওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বলেছিলেন বাড়ির বউদের রাঁধতে শেখানোর কথা। সারদাসুন্দরীর সন্তানের সংখ্যা ছিল পনেরো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর চোদ্দতম সন্তান। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় সারদা দেবীর বয়স ছিল চৌত্রিশ। রবি ঠাকুর মা সারদাদেবী প্রসঙ্গে এক লেখায় বলছেন - মাকে আমরা পাইনি কখনো, তিনি থাকতেন তাঁর ঘরে তক্তাপোশে বসে, খুড়ির সঙ্গে বসে তাস খেলতেন। আমরা যদি দৈবাৎ গিয়ে পড়তুম সেখানে, চাকররা তাড়াতাড়ি আমাদের সরিয়ে আনতেন, যেন আমরা একটা উৎপাত। মা যে কী জিনিস তা জানলুম কই আর। তাইতো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান পেলেন না। সন্তানদের ব্যাপারে সারদা দেবীর এই ঔদাসীন্য কিন্তু তাঁর মন থেকে ছিল না, ছিল বনেদী বাড়ির প্রতিষ্ঠিত প্রথা। সরলা দেবী চৌধুরানী লিখছেন সেকালের ধনীগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তর জোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল। শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। এই নিয়ম মেনে ছোট্ট রবিকেও মায়ের কোল থেকে যেতে হয়েছিল ধাত্রীমায়ের কোলে। রবিঠাকুরের ধাত্রী মায়ের নাম ছিল 'দিগম্বরী' যিনি 'দিগমী' বলে পরিচিত ছিলেন। সংসারের একেবারে ছোট সন্তানটি যেন একটু বেশিই আদুরে হয়ে থাকে। রবি ঠাকুর কিন্তু সারদা দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন না। কনিষ্ঠ ছিলেন 'বুধেন্দ্রনাথ'। বুধেন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়েসে মারা যাওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন সংসারের ছোট ছেলে। আদরের মধ্যমণি। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতা না হলেও, সারদাসুন্দরী নিরক্ষর ছিলেন না। কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই সারদাসুন্দরীর হাতে থাকত একখানা বই। চাণক্যশ্লোক ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। প্রায়ই বইখানি নিয়ে শ্লোকগুলি আওড়াতেন। চাণক্যশ্লোক দেবেন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল। সারদাসুন্দরীকে সংস্কৃত রামায়ণ,মহাভারত পড়ে শোনাবার জন্য প্রায়ই কোনো না কোনো পুত্রের ডাক পড়ত। পনেরো সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সারদা দেবী বেশিরভাগ সময়ই অসুস্থ থাকতেন। শেষজীবনে সারদাদেবী অসুস্থ হলে তাঁকে কিছুদিন বোটে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ি ফিরে আসার পর তিনি থাকতেন অন্তঃপুরে তেতলার ঘরে। ১৮৭৫-এর ১১ মার্চ। দীর্ঘ রোগভোগের পর উনপঞ্চাশ বছর বয়সে চলে গেলেন ঠাকুরবাড়ির সারদাসুন্দরী। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী, রবি ঠাকুরের মা। রবির বয়স তখন তেরো বছর দশ মাস। মৃত্যুর খবর নিয়ে দাসী যখন রবি ঠাকুরদের কামরায় এল তখন বৌঠান কাদম্বরী দেবী দাসীকে ঘর থেকে বের করে দেন, পাছে ছোট বাচ্চাদের মনে হঠাৎ আঘাত লাগে। রবি ঠাকুরের কথায় - প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সেকথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সেদেহে তহার কোনো প্রমাণ ছিল না। সবার সঙ্গে শ্মশানের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন ছোট্ট রবিও। রবির মনে হল-'এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্যার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।' বেলা হল, শ্মশান থেকে ফিরলেন সবাই গলির মোড়ে তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চেয়ে ছোট্ট রবি দেখল-তিনি তখনো তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে উপাসনায় বসে আছেন।

প্রকৃতির রোষে কুপকাত ইন্দোনেশিয়ায় অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়ংকর দুর্যোগ। একটানা ভারী বর্ষণে বন্যা এবং ভূমিধসে কমপক্ষে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় সুমাত্রা প্রদেশে নিখোঁজ কমপক্ষে ১৬ জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি। ধস নেমে রাস্তার ক্ষতি হওয়ায় বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা। এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একদিকে যেমন অতিবৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি মাউঃট মারাপি থেকে ঠান্ডা লাভাস্রোতে বিপর্যস্ত হয়েছে সুমাত্রা প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল। সুমাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের মুখপাত্র ইলহাম ওয়াহাব ফরাসি জানান, শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে আগামের বাসিন্দা ১৬ জন এবং তানাহ দাতারের ১৮ জন। বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। এ ছাড়া নিখোঁজ ১৬ জন। তাদের সন্ধানে অভিযান চলছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে দশটা নাগাদা বন্যা ও ঠান্ডা লাভাস্রোতে বিপর্যস্ত হয় আগাম এবং তানাহ দাতার। হতাহতের পাশাপাশি বন্যায় ৮৪টি আবাসন এবং ১৬টি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দ্রুত পৌঁছানোর জন্য সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। উল্লেখ্য, অতিবৃষ্টিতে আফগানিস্তানের বন্যার খবর জানা গিয়েছিল গতকাল। সেখানে মৃতের সংখ্যা ৩৩০ ছাড়িয়েছে। দুর্যোগের জেরে সাধারণ জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এলাকায়।

প্রবল বর্ষণ ও ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত

ব্রাজিল। সঙ্গে রয়েছে ঝড়ের দাপট। প্রকৃতির রুদ্ররোষে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই তা একশো পেরিয়ে গিয়েছে। ঘরছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। প্লাবনে তলিয়ে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। বন্ধ একাধিক বিমানবন্দর ও রেলপথ। জানা গিয়েছে, বন্যার জেরে ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলে জলের তলায় চলে গিয়েছে। এই প্রদেশের রাজধানী তথা ব্রাজিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর পোর্তো আলেগ্রের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। গোটা দেশের সঙ্গে এই শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে এটাই সেদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব কিছু হারিয়েছেন এই শহরের এক বাসিন্দা আদ্রিয়ানা ফ্রেইটাস। মাথা গোঁজার যে ঠাঁই ছিল তার এখন আর কোনও চিহ্ন নেই। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, আমরা সবকিছু হারিয়েছি। গুয়াইবা নদীর পার ভেঙে শহরের সব রাস্তা প্লাবিত হয়েছে। যখন আমরা শহর, আমাদের বাড়ি দেখি জলে ডুবে গিয়েছে, মনে হয় পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ব্রাজিলের প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ জন মারা গিয়েছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ঘরছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। নিখোঁজ প্রায় ১৩০জন। অন্তত ৪৯৭টি শহর ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোথায় গিয়ে থামবে তা জানা নেই। চারদিকে এখন শুধু ধ্বংসের ছবি। এখনও বেশ কিছু অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে উদ্ধারকারী দলের কাজ চালিয়ে যেতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নেটে ছড়িয়ে পড়েছে বন্যার বহু ছবি। ব্রাজিলের বহু শহরের রাস্তা নদীতে পরিণত হয়েছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই কাশ্মীরে নির্বাচন

'বিশেষ মর্যাদা লোপ করে কাশ্মীরবাসীদের সরকার বিশ্বাস করতে পারছে না ঃ মেহেবুবাফতি

আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই কাশ্মীরে নির্বাচন করতে হবে বলে দেশের শীর্ষ আদালত বলেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। চালু করেছে নয়া পরিচয়পত্র। প্রত্যেক পরিবারকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে পায় তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে নিশানা করে করে পিডিএফ নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেছেন, বিশেষ মর্যাদা লোপ করে এখন কাশ্মীরের বসবাসকারীদের সরকার বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে এখন চিহ্নিত করতেই নয়া পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের বিশ্বাসের ঘাটতির প্রতিফলন বলা যেতে পারে। সরকার এখন আর ভারতের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, কাশ্মীরে কোনও বিদেশি থাকে না। কাশ্মীরে বসবাস করে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ লুকিয়ে বসবাস করে না। জম্মু কাশ্মীরের বসবাসকারীদের একটি নির্দিষ্ট তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রত্যেক পরিবারকে একটি কোড দেওয়া হবে। প্রশাসন থেকে দাবি করা হয়েছে সবাই যাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পেতে

পেতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বিজেপি ছাড়া আর সব দলই এর বিরোধিতা করছে। তারা বলছে সরকার এখন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে নজর রাখছে। সবার ঘরের খবর সরকার তাদের কাছে রাখতে চায়। কাশ্মীরে যাতে বাইরের কোনও লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস না করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তবে সব ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাস করার অধিকারী। কিন্তু বিদেশিরা যাতে লুকিয়ে কাশ্মীরে এসে বসবাস না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিডিপি দলের সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, কাশ্মীরিদের ওপরে সন্দেহ করছে প্রশাসন। তাদের ওপরে নজর রাখার জন্য এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দাদের তথ্য ভাণ্ডারের রয়েছে। নয়া নথিতে উল্লেখ রয়েছে কাশ্মীরের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হবে। সেই কোড ধরে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পাবে। জম্মু কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্যও বটে। প্রায় সময়ে সেখানে জঙ্গিরা প্রবেশ করে নাগরিকদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। প্রকৃত কাশ্মীরীদের শনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে খবর রাখাটার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। যারা শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরে বসবাস করছে তাদের তো কোন ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। কাশ্মীরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াতে যারা চেষ্টা করছে তারাই এই নয়া পরিচয়পত্র তৈরি করার ব্যাপারে বিরোধিতা করছে। কাশ্মীরের বাসিন্দারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে না। তারা শান্ত। এখন বহু বিরোধী দলের নেতারা কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত দেখতে ইচ্ছুক নন। তরা এর বিরোধিতা করছে। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়ে বহু উন্নয়নের অগ্রগতি হয়েছে। কাশ্মীরকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য স্থান হিসাবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে।

বন্ধুত্ব রয়েছে চিনের সঙ্গে

দেনায় জর্জরিত মালদ্বীপকে ঋণ মেটাতে সময় দিল ভারত,

চিনের 'বন্ধুত্ব' রয়েছে চিনের সঙ্গে। তার পরেও ভারতের কাছে ঋণ মকুবের আর্জি জানিয়েছিল মালদ্বীপ। সেই আবেদনে কিছুটা সাড়া দিল নয়াদিল্লি। ঋণ শোধের জন্য দ্বীপরাষ্ট্রকে আরও বেশি সময় দেওয়া হল। উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও দ্বীপরাষ্ট্রের পাশেই রয়েছে ভারত। ভারত সফরে এসেছিলেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। সফর শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ঋণ মেটানোর সময়সীমা বাড়াতে রাজি হয়েছে ভারত। উল্লেখ্য, মালদ্বীপের পূর্বতন সরকার ভারতের থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা ১ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সেই ঋণের থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার শোধ করেছে মালদ্বীপ।কিন্তু বাকি থাকা ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ শোধ করতে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে মালদ্বীপের চিনপন্থী সরকার। মাস দুয়েক আগেই প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু বলেন, ভারত বরাবরই মালদ্বীপকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্রে একাধিক প্রকল্প গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে নয়াদিল্লি। সেই সঙ্গে ভারতকে ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী হিসাবে দাবি করে মুইজ্জু বলেছিলেন, ভারতের থেকে আগের সরকার যা ঋণ নিয়েছিল তা মকুব করে দেবে মোদি সরকার, এমনটাই আশা করেন তিনি। তবে মালদ্বীপের লাগাতার ভারত বিরোধীতা সত্ত্বেও মুইজ্জুর সরকারের পাশেই থাকল নয়াদিল্লি। সাংবাদিক বৈঠকে মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী জানান, ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ শোধ করার সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে ভারত। কোনওরকম শর্ত ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। এছাড়াও মালদ্বীপে যেসমস্ত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারত, সেগুলোও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের রানিগঞ্জে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন (ছবি ঃ পিআইবি, কলকাতা)

বহরমপুরে ডবল হ্যাটট্রিক হবে? ভোটের দিন হুঙ্কার অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৩ মে ঃ অনেকেই বলছেন, এবার বহরমপুরে তাঁর লড়াইটা অন্যবারের তুলনায় কঠিন। পাঁচ বার বহরমপুর থেকে ভোটে জেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী অবশ্য এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন। বরং ভোটের দিন সকালেও নিজের মেজাজেই পাওয়া গেল বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থীকে। বরং ভোটের দিন সকালেও তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন অধীর। এ দিন সকাল থেকেই বহরমপুরের বিভিন্ন বুথে বুথে ঘোরেন অধীর। ভোটও দেন তিনি। তারই ফাঁকে অধীর চৌধুরী বলেন, 'আমাকে হারাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা হচ্ছে। আপনাদের মূল উদ্দেশ্য অধীর চৌধুরীকে হারানো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিতু মহিলা। উনি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন না। ২০২৬- এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না, এইটুকু আমি জানি।' বহরমপুরে এবার অধীররঞ্জন চৌধুরীর মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। আত্মবিশ্বাসী অধীর অবশ্য দাবি করেছেন, ইউসুফ পাঠানকে বলির পাঁঠা করেছে তৃণমূল। এছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পেশায় চিকিৎসক নির্মল সাহা। অধীর যাই বলুন না কেন, পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধেও বিজেপিকে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে প্রচার করতে গিয়ে অভিযোগ করেছেন, অধীরের জন্যই বাংলায় ইন্ডিয়া জোট সফল হয়নি। ভোটের দিনও অধীর বনাম তৃণমূল কথার লড়াই থামল না।

পানীয় জলের কোম্পানির সঙ্গে লক্ষ টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার কোম্পানির ইনচার্জ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ মে ঃ পানীয় জলের কোম্পানির সঙ্গে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা। কোম্পানির ইনচার্জকে গ্রেফতার করলো পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম গৌরভ দত্ত। জানা গেছে, গৌরভ দত্ত একটি পানীয় জলের কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এই কোম্পানি মূলতঃ রেল ও বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীদের পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করে। গৌরভ দত্তের কাজ দেখে কিছুদিন আগেই তাকে কোম্পানির ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যে পানীয় জল পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে। বেশকয়েকটি রাজ্যে লাগানো পানীয় জলের মেশিনের হিসেব রাখতো সে। এর মধ্যেই কোম্পানির প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে গৌরভ দত্ত। ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রান্সফার নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসে সে। তবে কোম্পানির অডিটে বিষয়টি ধরা পড়ে। রবিবার কোম্পানির তরফে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গতকালই গৌরভ দত্তকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ফালাকাটা ব্লকের দুই কৃতী ছাত্রকে সংবর্ধনা বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ মে ঃ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফালাকাটা ব্লকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবেন্দু কর্মকার (কলা বিভাগ) ও তুহিন দত্ত (বিজ্ঞান বিভাগ) দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। নবেন্দু একজন দক্ষ আইনজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। আর তুহিন চাইছে একজন চিকিৎসক হতে। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের এই দুই কৃতীর সাফল্যে তাদের পরিবার সহ স্কুল ও গৃহ শিক্ষকরা খুবই উচ্ছসিত। সোমবার সকালে ওই দুই কৃতী ছাত্রের বাড়ি গিয়ে বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি মুখ করিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন। আগামী দিনে যাতে তারা আরো ভালোভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেই ব্যাপারে পরিবারের সাথে কথাও বলেন বিধায়ক।

ভোটের ডিউটিতে এসে মৃত্যু জওয়ানের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ মে ঃ আবার ভোটের ডিউটিতে এসে জওয়ানের মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল মুরারই ২ নম্বর ব্লকের পাইকর জাজিগ্রাম ২০৩ নম্বর বুথে। প্রথম দফার নির্বাচন শুরুর আগেই কোচবিহারের মাথাভাঙায় মৃত্যু হয় নীলেশ কুমার নামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই জওয়ানের। সোমবারের মৃত জওয়ানের নাম মহেন্দ্র সিং। তিনি উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এদিন ভোটের ডিউটি করছিলেন মহেন্দ্র সিং নামে ওই জওয়ান। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার জেরে ছড়ায় চাঞ্চল্য। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান অত্যাধিক গরমেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে ওই জওয়ানের। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে

কলকাতা, ১৩ মে ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখন পর্যন্ত ৪.৭৯ লক্ষের বেশি অ্যান্ড্রয়েড এবং ৪৭০০ আইওএস ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট যেকোন সময় যেকোন জায়গা থেকে বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে iKS প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল। ১৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত, ৪.৭৯ লক্ষেরও বেশি অ্যানড্রয়েড ব্যবহারকারী Google Play Store থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৪৭০০ টিরও বেশি আইওএস ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যানগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। মেট্রো আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলিতে প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়ে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করছেন।

সামান্য বিঘ্ন ছাড়া ভোট দান চলছে শান্তিপূর্ণভাবে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ মে ঃ দুই একটি জায়গা ছাড়া ভোট পর্ব চলছে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের হার ৬৯.০৮ এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের হার ৬৪.৯৮। বোলপুরের ইলামবাজার ব্লকের আট নং সংসদে একশো কুড়ি নং বুথে ইভিএম মেশিন খারাপ হওয়ার ফলে পইত্রিশ মিনিট বন্ধ থাকে। পরে ঠিক হলে, ভোটদান শুরু হয়। অন্যদিকে, বগটুইয়ে নির্ধারিত সময়ে ভোট শুরু হওয়ার পর গ্রামের জুনিয়র গার্লস স্কুলের একশো উনপঞ্চাশ নম্বর বুথ চারটি ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে যায়। প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে অর্থাৎ সাড়ে ন'টায় ফের ভোটদান পর্ব শুরু হয়। এর ফলে অনেকেই বিরক্তিতে বাড়ি ফিরে যায়। এর মাঝে খবর পেয়ে ওই ভোট কেন্দ্রে ছুটে যান জোটের কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ। তারপরেই উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা মিল্টন রসিদের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান। যদিও মিল্টন রসিদ বলেন, আমি কেন প্রভাবিত করতে যাব? বীরভূম কেন্দ্রের জোটের প্রার্থী হিসেবে ছুটে এসেছি। বীরভূমের মুরারই ২নং ব্লকের পাইকর জাজিগ্রাম ২০৩ নং বুথে কর্মরত সিআরপিএফ জওয়ান মহেন্দ্র সিং এর মৃত্যু হয়। অত্যাধিক গরমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে জানা গেছে। বীরভূম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় বলেন, সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ঘুরছি। মানুষের চোখের ভাষা এবং উচ্ছাস দেখে যেটুকু বুঝেছি জয় অবশ্যম্ভাবী। শতাব্দী রায় বীরভূমের ভোটার নন। তবে বোলপুর লোকসভার প্রার্থী অসিত মাল মাড়গ্রামের ভোটার। এদিন ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, বোলপুর এবং বীরভূম দুটি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের। এলাকার মানুষ কেন্দ্র সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে ভরে ভোট আটকানো যাবে না। অনুব্রত মণ্ডলের অবর্তমানে মানুষ অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, মাড়গ্রাম এক নম্বর পঞ্চায়েতে সমিতিতে নিজের ভোট দেন জোট কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ।

দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর নদীয়ার দুটি কেন্দ্রে শান্তিতে মিটল ভোট পর্ব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ মে ঃ সোমবার চতুর্থ দফা লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রের পাশাপাশি নদীয়ার দুটি কেন্দ্রে ছিল ভোটগ্রহণ পর্ব। কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট (তপঃ) নদীয়ার এই দুটি কেন্দ্রে দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিতেই মিটল ভোটগ্রহণ পর্ব। সোমবার চতুর্থ দফা লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের ভিড় লক্ষ্য করা গেলেও বহু বুথে শুরুতেই এভিএম বিকল হয়ে যাওয়ায় ভোট গ্রহণ শুরু হয় অনেক দেরিতে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পলাশীপাড়া বিধানসভার পলসন্ডা ১ এর ৫৯ নং বুথে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে। ভোটারদের অভিযোগ, তারা এক প্রতীকে ভোট দিচ্ছেন, উল্টে অন্য প্রতীকে চলে যাচ্ছে। এই অভিযোগে বেশ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে ভোট গ্রহণ পর্ব। পরে ইভিএম পরিবর্তন করে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। পাশাপাশি সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া রানাঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রী বলে দাবি করা স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরীকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর অভিযোগ রবিবার বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে তার নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর বদল করে পুরো লোকসভা জুড়ে বিলি করে দিচ্ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে কমিশনকে অবগত করা হলে, রাত থেকেই শুরু হয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। যা চলে সোমবার সকাল পর্যন্ত। তার অভিযোগ, এই ঘটনায় প্রমাণ করে, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সোমবার সকাল সকাল নিজের ভোট দেওয়ার পর রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বুথে পরিদর্শনে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা তাকে বহু ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি তুই তোকারিতে নেমে আসেন বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী। যদিও বা এত কিছুর পরেও তৃণমূল প্রার্থী জানান, জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী। অপরদিকে চাকদহের কুমুদিনী শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আসতেই রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গেলে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। জগন্নাথকে সরকারকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক ও জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভের মুখে পড়ে কিছুক্ষণ পর বিজেপি প্রার্থী সেখান থেকে চলে যান। পাশাপাশি কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের তেহট্ট বিধানসভা এলাকার ২০৬ ও ২০৭ নম্বর বুথের কাছে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে অল্প বিস্তর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুই পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুই পক্ষেই ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র সকাল থেকেই তার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, পলাশীপাড়া তেহট্ট সহ প্রায় প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সেখানে ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন কিনা সেই ব্যাপারেও পথের ধারে বসে থাকা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে। এদিন নদীয়ার দুটি কেন্দ্রেই সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ ভোট দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবে যোগ দেন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৮১.১৩ এবং রানাঘাট কেন্দ্রে ৮১.১৮ শতাংশ।

বিজেপির এজেন্টকে মারধর তারাপীঠে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ মে ঃ ভুয়ো ভোটার ধরে ফেলায় বিজেপির এজেন্টকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে বিজেপি প্রতিরোধ গড়ে তুললে অভিযুক্ত পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যের স্বামী ছুটে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম লোকসভার হাঁসন বিধানসভার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাপাখুরিয়া গ্রামের ২৩৮ নম্বর বুথে। এদিন ওই বুথে বিজেপি এজেন্ট ছিলেন অসীম মাল। অভিযোগ, এক যুবক ভুয়ো ভোট দিতে ঢুকল ধরে ফেলেন অসীম মাল। অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটে পালিয়ে যায় ভুয়ো ভোটার। এরপরেই অসীম মালকে মারধর করে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাপাখুরিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী রনি শেখ। অসীমের মাথায় আঘাত গুরুতর। এরপরেই বিজেপির লোকজন জমায়েত হয়ে রনিকে ধরতে তেড়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে রনি শেখ পালিয়ে যায়। বিজেপি নেতা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কয়েকদিন ধরেই ওরা আমাদের কর্মীদের হুমকি দিয়ে আসছিল। এদিন তাদের ছাপ্পা দিতে বাধা দেওয়ায় আমাদের এজেন্টকে মারধর করা হয়। আমরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। অসীম মাল বলেন, বুথে তৃণমূলের এজেন্ট বেশি। অন্য প্রার্থীদের এজেন্ট হয়ে বসে আছে তারা। প্রথম থেকেই তারা আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিল। তৃণমূল এজেন্ট অন্যের ভোট দিয়ে দিচ্ছিল। আমি এক ভুয়ো ভোটারকে ধরে ফেলায় রনি শেখের নেতৃত্বে আমাকে মারধর করা হয়। তৃণমূল কর্মী রেজাউল হক বলেন, একজন নতুন ভোটার ভোট দিতে এসেছিল। সে ভোট দিতে জানে না। তাই আমাদের এজেন্ট তার ভোট দিতে গিয়েছিল। সকাল থেকে ওই ভাবেই চলছে। সকাল থেকে আমাদের ঠিক হয়েছে কেউ ভোট দিতে না পারলে তার পরিবার দেবে। এনিয়ে মারামারি হয়।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নরূপ কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "দমদম–কবি সুভাষ স্টেশনগুলিতে সাইনেজের উন্নতিসাধন।" **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ১,৯০,৯০,৬৬৯.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১০৯_সাইনেজ_ডিটি২৫-১-২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

জনবিজ্ঞপ্তি

আমরা, নিম্নোক্ত আবেদনকারীরা অ্যাডভেন্টেজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর জুয়ারি ফিনসারি লিমিটেড, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে ১৮৭৫০ (আঠারো হাজার সাত পঞ্চাশ) ইক্যুইটি শেয়ারের ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আবেদন করেছি। রেফারেন্স ফলিও নং ৪০৭ এবং ৫১১-এর অধীনে বাহুবলী প্রপার্টিজ লিমিটেডের। উক্ত লেনদেনকে বিতর্কিত করে কোনো আপত্তিদাবি প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে, কোম্পানি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নিম্নোক্ত শেয়ার শংসাপত্রের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। এই বিজ্ঞপ্তি।

শেয়ারহোল্ডারের নাম ঃ বাহুবলী প্রপার্টিজ লিমিটেড
সার্টিফিকেট নম্বর ঃ৮১৬-৮২৫ ১৩৪৭-১৩৪৮ ১৭৫০-১৭৫২
স্বতন্ত্র সংখ্যা ঃ ৬১৭০৭১-৬২৭০৭০ ১১৪৭০৭১-১১৪৯৫৭০, ১৯৩৩৫৭১-১৯৩৯৮২০

জনবিজ্ঞপ্তি

আমরা, নিম্নোক্ত আবেদনকারীরা মীরার নামে নিবন্ধিত কোম্পানির ২০০০০ (বিশ হাজার) ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য অ্যাডভেন্টেজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর জুয়ারি ফিনসারি লিমিটেড, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে আবেদন করেছি। রেফারেন্স ফলিও নং ৪৮২-এর অধীনে দেবী জৈন। উল্লিখিত লেনদেনকে বিতর্কিত করে কোনো আপত্তিদাবীর প্রাপ্তি না হলে, কোম্পানি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নিম্নোক্ত শেয়ার শংসাপত্রের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে।

শেয়ারহোল্ডারের নামঃ মীরা দেবী জৈন
সার্টিফিকেট নম্বরঃ ১৪৮৭ - ১৫০১ ৭৬১ - ৭৬৫
স্বতন্ত্র সংখ্যাঃ১২৮৭০৭১ - ১৩০২০৭০, ৫৬২০৭১ - ৫৬৭০৭০

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 08/Q of 2024-25

N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division, PWD. for Sl no.1. PS- chandipur Phase-II, 2. PS-Haldia Phase-II, 3. PS-Mahisadal Phase-II, 4. PS-Sutahata Phase-II, 5. PS-Bhabanipur Phase-II, 6. PS-Durgachak Phase-II, 7. Nandigram Ph-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 16.05.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 16.05.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm of 16.05.24.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 07/Q of 2024-25

N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Tamluk Electrical Sub-division, PWD. for Sl no. 1. PS-Tamluk Phase-III 2. PS- Nandakumar Phase-II 3. PS- Panskura Phase-II 4. PS- Kolaghat Phase-II 5. PS- Moyna Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 16.05.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 16.05.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm of 16.05.24.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যেই সৌভাতৃত্বের করমর্দন দিলীপ - কীর্তির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ প্রার্থীপদে নাম ঘোষনার পর থেকেই বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের দুই যুযুধান দল তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ ও বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের মধ্যে আক্রমন পাল্টা আক্রমনে সরগরম ছিল রাজ্য রাজনীতি। কিন্তু ভোটের দিন দেখা গেল অন্য চিত্র। বর্ধমান - দুর্গাপুর কেন্দ্রের ওই দুই প্রার্থী তাদের নির্বাচন কেন্দ্র পৃথক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে মুখোমুখি হয়ে পরেন মন্তেশ্বর বিধানসভায় কুসুমগ্রামে। এরপর দেখা যায় সৌজন্যমূলক চিত্র। দুজন দুজনের দিকে হাসি মুখে এগিয়ে যান, কোলাকুলি করেন, করমর্দন করে পরস্পরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মিনিট কয়েক থাকার পর দুজন দুজনের দিকে নমস্কার ও প্রতি নমস্কার জানিয়ে ফের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে চলে যান। দুই দলের কর্মী সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে এই বিপরীত চিত্র দেখে। সিপিএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিষয়টা বিজেপি - তৃণমূলের সেটিং এর তত্ব বলে কটাক্ষ করলেও দুই প্রার্থীই এবিষয়ে নিছক রাজনৈতিক সৌজন্য বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, তৃণমূল প্রার্থী হওয়ার আগে কীর্তি ঝা আজাদ পূর্বে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক ছিলেন। সেই সূত্রে উভয়েরই মধ্যে পূর্ব পরিচিতি ছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে [ডিইএন/৩/হাওড়া-র আওতাধীনে]। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১১_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন ওপেন ওয়েব গার্ডারের পরিদর্শনের সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৮৫,৭৩,৪৬০.০০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,৪২,৯০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসবিজি শাখায় ব্রিজ নং ২১২ ডাউন লাইনে (৮ ×১৮.৩০ মিটার স্প্যান)-এর বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডারের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,১১,০০,৫১৪.৩২ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৫,০৫,৫০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৩_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসবিজি শাখায় ব্রিজ নং ১৭১ ডাউন লাইনে এবং ব্রিজ নং ২০২ ডাউন লাইনে বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডারের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৬৬,২৭,৭৮৫.৬৮ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৪,৮৩,১০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৪। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসবিজি শাখায় ব্রিজ নং ১৪১ ডাউন লাইনে এবং ব্রিজ নং ১৪৩ ডাউন লাইনে বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডারের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৬৬,২৬,৮৮৩.৩৬ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৪,৮৩,১০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৫। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৫_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসবিজি শাখায় ব্রিজ নং ১৩২ রেভ লাইনে (৭ ×১৮.৩০ স্প্যান)-এর বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডারের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৯১,৩৯,৬৬৪.৭২ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৫,৪৫,৭০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৬। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে মেন লাইন শাখায় গাংপুর এবং বর্ধমান স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং. ২০৯-এর ডাউন/এইচবিসি এবং ডাউন/মেন -এর গার্ডার প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১০,৯০,৪৬,৩৭৬.৫৪ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৬,৯৫,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৬-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-56/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দেব হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN : L67120WB1982PLC032354

রেজি. অফিসঃ ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯

যোগাযোগ নং. ০১১- ৪১৬৪০৬০৭, ফ্যাক্সঃ ০১১-৪১৬৪০৬০৮

ইমেলঃ delhi.mercury@gmail.com, ওয়েব সাইট ঠিকানাঃ https://devholdingsltd.in/

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত
১।	আয়					
	কারবার থেকে আয়	-	-	-	--	--
	অন্যান্য অপারেটিং আয়	৬.২১	১১.৩৯	৩.৪৭	১৮.০৫	১৮.৪৯
	মোট আয়	৬.২১	১১.৩৯	৩.৪৭	১৮.০৫	১৮.৪৯
২।	খরচ					
ক	উপকরণ খরচ	--	--	--	--	--
খ.	ক্রয় স্টক ইন টেড্র	--	--	--	--	--
গ.	সমাপ্ত পণ্যের ইনভেন্টরিতে পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক-ইন-বাণিজ্য	--	--	--	--	--
ঘ.	কর্মচারী ব্যয়	১.০৫	১.৪৭	১.৩৫	৫.১৮	৫.৩৪
ঙ.	অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	০.০২	০.০২	০.০৪	০.১৩	০.০৯
চ.	শক্তি এবং জ্বালানী খরচ	০.০৯	--	০.০২	০.১২	০.১৪
ছ.	অন্যান্য খরচ	৩.০৫	০.৫৯	২.২০	৪.৬২	৬.৬৭
	মোট খরচ	৪.২১	২.০৮	৩.৬১	১০.৫০	১২.২৪
৩।	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থখরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১ -২)	২.০০	৯.৩১	(০.৪১)	৮.০০	৬.২৫
৪।	লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ থেকে আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (৩+৪)	২.০০	৯.৩১	(০.৪১)	৮.০০	৬.২৫
৫।	ফিনান্স খরচ	০.০৬	--	২.৩৪	২.৩৪	০.৫৪
৬।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ফিনান্স খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে কার্যক্রম (৫+৬)	১.৯৪	৯.৩১	(২.৪৮)	৫.৬৬	৫.৭১
৭।	ব্যতিক্রমী আইটেম	-	-	-	-	-
৮।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ট্যাক্সের আগে কার্যক্রম (৭+৮)	১.৯৪	৯.৩১	(২.৪৮)	৫.৬৬	৫.৭১
৯।	ট্যাক্স খরচ					
	বিলম্বিত কর	(০.১২)	--	০.১৩	(০.১৩)	(০.১২)
	ইনকাম কর	০.৮৮	--	০.৮৮	(০.৮৮)	০.৮৮
১০।	নিট লাভ / (ক্ষতি)করের পর সাধারণ কার্যক্রম থেকে (৯+১০)	২.৭০	৯.৩১	(১.৪৭)	৪.৬৫	৬.৪৭
১১।	অ-নিয়ন্ত্রক সুদ সহ অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)	(৩.৩৩)	--	(০.১০)	(০.১০)	(৩.৩৩)
১২।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১১+১২)	(০.৬২)	৯.৩১	(১.৫৭)	৪.৫৫	৩.১৪
১৩।	অসাধারণ আইটেম	--	--	--	--	--
১৪।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (১৩+১৪)	(০.৬২)	৯.৩১	(১.৫৭)	৪.৫৫	৩.১৪
১৫।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, সংখ্যালঘু সুদ এবং লাভের ভাগ সহযোগীদের (ক্ষতি) (১৫+১৬+১৭)	(০.৬২)	৯.৩১	(১.৫৭)	৪.৫৫	৩.১৪
১৬।	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির মূল্য ১০ /- টাকা)	২.৪০	২.৪০	২.৪০	২.৪০	২.৪০
১৭।	(ক) শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেমের আগে)-					
	মূল	১.১৩	৩.৮৮	(০.৬১)	১.৯৪	২.৭০
	মিশ্র	১.১৩	৩.৮৮	(০.৬১)	১.৯৪	২.৭০
১৮।	(খ) শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেম পরে)-					
	মূল	১.১৩	৩.৮৮	(০.৬১)	১.৯৪	২.৭০
	মিশ্র	১.১৩	৩.৮৮	(০.৬১)	১.৯৪	২.৭০

বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /-
আশীষ কীর্তনীয়া
(সবসময়ের পরিচালক)
DIN : 001910967

তারিখঃ ০৬.০৫.২০২৪

নিপন কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

CIN : L29193WB1983PLC035760

রেজি. অফিসঃ ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯ নাটায়ন্তলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.		৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত
১।	আয়					
	কারবার থেকে আয়	-	-	-	--	--
	অন্যান্য অপারেটিং আয়	১১.৫১	৯.৮৬	৯.৬৫	২৮.৩২	২৫.৩৩
	মোট আয়	১১.৫১	৯.৮৬	৯.৬৫	২৮.৩২	২৫.৩৩
২।	খরচ					
ক	উপকরণ খরচ	--	--	--	--	--
খ.	ক্রয় স্টক ইন টেড্র	--	--	--	--	--
গ.	সমাপ্ত পণ্যের ইনভেন্টরিতে পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক-ইন-বাণিজ্য	--	--	--	--	--
ঘ.	কর্মচারী ব্যয়	৩.৫৩	২.৯১	৩.০৭	১০.৪৮	১২.৫৫
ঙ.	অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	০.৫৫	০.৩৮	০.৭১	২.৩২	১.৭০
চ.	শক্তি এবং জ্বালানী খরচ	০.০৯	--	০.০২	০.১২	০.১৪
ছ.	অন্যান্য খরচ	১.৮২	৩.৮৫	১.৯৫	৬.১৯	৭.৬৪
	মোট খরচ	৫.৯৯	৭.১৪	৫.৭৫	১৯.১১	২২.০৩
৩।	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থখরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১ -২)	৫.৫২	২.৭২	৩.৯০	৯.২১	৩.২৯
৪।	লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ থেকে আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (৩+৪)	৫.৫২	২.৭২	৩.৯০	৯.২১	৩.২৯
৫।	ফিনান্স খরচ	০.১৬	০.০৮	০.২৫	০.৭৪	০.৪৮
৬।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ফিনান্স খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে কার্যক্রম (৫+৬)	৫.৩৬	২.৬৪	৩.৬৫	৮.৪৭	২.৮১
৭।	ব্যতিক্রমী আইটেম	-	-	-	-	-
৮।	সাধারণ থেকে লাভ/ (ক্ষতি)ট্যাক্সের আগে কার্যক্রম (৭+৮)	৫.৩৬	২.৬৪	৩.৬৫	৮.৪৭	২.৮১
৯।	ট্যাক্স খরচ					
	বিলম্বিত কর	০.৭৫	--	০.১৯	০.১৯	০.৭৫
	ইনকাম কর	১.৩২	--	(১.৩২)	(১.৩২)	১.৩২
১০।	নিট লাভ / (ক্ষতি)করের পর সাধারণ কার্যক্রম থেকে (৯+১০)	৭.৪৩	২.৬৪	২.৫২	৭.৩৪	৪.৮৮
১১।	অ-নিয়ন্ত্রক সুদ সহ অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)	৫.৮৮	---	(০.৬২)	(০.৬২)	৫.৮৮
১২।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১১+১২)	১৩.৩১	২.৬৪	১.৯০	৬.৭২	১০.৭৬
১৩।	অসাধারণ আইটেম	--	--	--	--	--
১৪।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (১৩+১৪)	১৩.৩১	২.৬৪	১.৯০	৬.৭২	১০.৭৬
১৫।	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, সংখ্যালঘু সুদ এবং লাভের ভাগ সহযোগীদের (ক্ষতি) (১৫+১৬+১৭)	১৩.৩১	২.৬৪	১.৯০	৬.৭২	১০.৭৬
১৬।	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির মূল্য ১০ /- টাকা)	২৪.৯০	২৪.৯০	২৪.৯০	২৪.৯০	২৪.৯০
১৭।	(ক) শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেমের আগে)-					
	মূল	০.৩০	০.১১	০.১০	০.২৯	০.২০
	মিশ্র	০.৩০	০.১১	০.১০	০.২৯	০.২০
১৮।	(খ) শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেম পরে)-					
	মূল	০.৩০	০.১১	০.১০	০.২৯	০.২০
	মিশ্র	০.৩০	০.১১	০.১০	০.২৯	০.২০

বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /-
সদাশিবন পোলাকান্দাথিল জনার্ধনন
(সবসময়ের পরিচালক)
DIN : 02804106

তারিখঃ ০৬.০৫.২০২৪

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ইএল-কন-কেজিপি-জেইআর-বিএলএস-২৪-০১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খোলার তারিখে টেন্ডারগুলি দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে নারায়ণগড় এবং ভদ্রকের মধ্যে ৩য় লাইনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে জলেশ্বর (সহ) থেকে রাজঘাট (সহ) এবং রূপসা (সহ) থেকে বালাসোর (ব্যতীত) আরসি এবং পিএসআই কাজ সমেত ২৫ কেভি ওএইচই-র কাজের জন্য সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **মূল্য ঃ** ১১,৭৫,৫৪,৬০১ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৩৭,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। **নির্ধারিত তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-139)**

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। এনআইটি নংঃ ১৬_২০২৪-২৫, তারিখ ১০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ব্যান্ডেল ইএমইউ কারশেডের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফায়ার হাইড্র্যান্ট পাইপ লাইন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৬,৭১,৭৪৩.২৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৩,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **ক্র. নং. ঃ ২। এনআইটি নং ঃ ১৮_২০২৪-২৫, তারিখ ১০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ব্যান্ডেল কারশেডের পিআইটি লাইন ১,২ এবং ৩-এর জিরো লেভেল ট্র্যাক-এর জন্য ট্র্যাক প্যারামিটারের উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৩,৩৪,৭৬১.৫৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-55/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 32 Nos. locations of Basanti PS under Baruipur Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 14 days). (Tender Ref: 35/Q of South 24 pgsed of 2024-25) ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 18 Nos. locations of Gosaba PS under Baruipur Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 14 days). (Tender Ref: 36/Q of South 24 pgsed of 2024-25) iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 11 Nos. locations of Jharkhali Coastal PS under Baruipur Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 14 days). (Tender Ref: 37/Q of South 24 pgsed of 2024-25) iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 09 Nos. locations of Maipith Coastal PS under Baruipur Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 14 days). (Tender Ref: 38/Q of South 24 pgsed of 2024-25) v) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 17 Nos. locations of Sundarban Coastal PS under Baruipur Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha- 2024 (for 14 days). (Tender Ref: 39/Q of South 24 pgsed of 2024-25) vi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 07 Nos. locations of Magrahat PS under Diamond Harbour Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 32 days). (Tender Ref: 40/Q of South 24 pgsed of 2024-25) **For NIQ 35Q to 39/Q.** Bid Submission closing: **20.05-2024 at 11.00 A.M** Bid opening Date: **20.05-2024 after 11.00 A.M.** For **NIQ 40/Q.** Bid Submission closing: **15.05-2024 at 11.00 A.M** Bid opening Date: **15.05-2024 after 11.00 A.M.**

Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

প্রায় ৫ কোটি ডেল ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহের দাবি হ্যাকারের, কী বলছে ডেল

বার বার সম্ভাব্য পাসওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করে (ব্রুট ফোর্স) একটি প্রতিষ্ঠানের অনলাইন পোর্টালে প্রবেশ করার পর ডেল সার্ভার থেকে ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি করেছেন মেনেলিক নামের একজন হ্যাকার। তাঁর কাছে ৪ কোটি ৯০ লাখ ডেল ব্যবহারকারীর তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। টেকক্রাঞ্চ ডেল টেকনোলজিসের বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারকারীদের ফাঁস হওয়া কয়েকজনের তথ্য যাচাই করে সেই হ্যাকারের দাবির সত্যতাও পেয়েছে। যাচাই করা কয়েকজন ডেল ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের মিল পেয়েছে টেকক্রাঞ্চ। অবশ্য বৃহস্পতিবার গ্রাহকদের একটি ইমেইল পাঠিয়েছে ডেল। সেই ইমেইলে বলা হয়েছে, তথ্য বেহাত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বেহাত হওয়া এসব তথ্যের মধ্যে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও ডেল টেকনোলজিসের পণ্য অর্ডার করার তথ্য রয়েছে। ইমেইলে গ্রাহকের ঠিকানা বেহাত হওয়া তেমন গুরুতর নয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমাদের কাছে মনে হয়েছে গ্রাহকের এমন তথ্য বেহাত হওয়ায় তেমন ঝুঁকি নেই। হ্যাকারের দাবি, বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে তিনি নির্দিষ্ট একটি ডেল পোর্টালে পার্টনার হিসেবে নিবন্ধন করেছেন। একজন পার্টনার সাধারণত ডেল পণ্য বা সেবা পুনর্বিক্রয় করে থাকেন। ডেল সেই হ্যাকারের পার্টনার অ্যাকাউন্টের অনুমোদন দেওয়ার পর তিনি গ্রাহক সেবার ট্যাগ ব্রুট ফোর্স করেছেন। এটি ছিল সাত সংখ্যার। হ্যাকার বলছেন, যে কোনো পার্টনার এই পোর্টালে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে থাকেন। এরপর তিনি যেখানে গ্রাহকের সংবেদনশীল তথ্য রয়েছে সেখানে প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার অনুরোধ রেখেছেন। টানা তিন সপ্তাহ ধরে তিনি একই কাজ করেছেন এবং ডেল কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি আসেনি। এভাবে পাঁচ কোটি অনুরোধ তৈরির পর গ্রাহকের তথ্য পেয়ে ডেলকে এ বিষয়ে ইমেইল পাঠিয়ে ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করেন এই হ্যাকার। এরপর এ ত্রুটির সমাধান করতে এক সপ্তাহ সময় নেয় ডেল। ডেলকে পাঠানো ইমেইলের স্ক্রিনশটও টেকক্রাঞ্চকে দিয়েছেন এই হ্যাকার। ডেলের একজন মুখপাত্র এই ইমেইল পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ডেল গ্রাহকদের বেহাত হওয়া এসব তথ্য একটি সুপরিচিত হ্যাকিং ফোরামেও দিয়েছেন এই হ্যাকার। হ্যাকারের এসব দাবির প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ডেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টেকক্রাঞ্চ যোগাযোগ করে। নাম প্রকাশ না করে প্রতিষ্ঠানটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'হ্যাকারের ইমেইল পাওয়ার আগেই ডেল এ বিষয়ে অবগত ছিল এবং এ নিয়ে অনুসন্ধান করেছে। এই হ্যাকার একজন অপরাধী। আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

কত দিন দেখা যাবে সৌরঝড়ের উজ্জ্বল আলো

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'কোথায় আলো' কবিতার শুরুতেই গেয়েছেন, 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো। বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।' মানুষের কারণে নয়, এবার শক্তিশালী সৌরঝড়ের ফলে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে উত্তর মেরুতে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের আকাশ। রাতের আকাশে সৌরঝড়ের এই উজ্জ্বল আলো দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সৌরঝড়ের কারণে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক এই আলোকচ্ছটায় সবাই মুগ্ধ হলেও বিভিন্ন দেশে বৈদ্যুতিক পাওয়ার গ্রিড, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও সংযোগ ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের কার্যক্রমে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে ইউএস ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সৌরঝড়ের কারণে স্টারলিংক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা পরিচালনায় কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে স্পেসএক্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। স্পেসএক্সের এক আধিকারিক ইলন মাস্ক এ বিষয়ে খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সে (টুইটার) লিখেছেন, 'অনেক চাপ তৈরি হয়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট দেওয়া যাচ্ছে।'

সৌরঝড়ের কারণে বিভিন্ন দেশের আকাশে যে উজ্জ্বল বেগুনি, সবুজ, হলুদ ও গোলাপি রঙের আলো দেখা যাচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে নর্দার্ন লাইট বা উত্তরের আলো। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, চীন, ইংল্যান্ড, স্পেনসহ নানা দেশে দেখা যাওয়া এই আলো বিজ্ঞানীদের কাছে 'অরোরা বোরিয়ালিস' নামে পরিচিত। ১৬১৯ সালে এই শব্দের নামকরণ করেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই। তিনি রোমান ভোরের ঈশ্বর অরোরার নামে নামকরণ করেন। সৌরঝড়ের কারণে স্বাভাবিক যে আলোকচ্ছটা তৈরি হয়, তার চেয়ে এবারের আলোক মাত্রা অনেক বেশি। এর আগে ইতিহাসের সবচেয়ে তীব্র সৌরঝড়ের ঘটনা ঘটে ১৮৫৯ সালে। নাসা জানিয়েছে, গত বুধবার থেকে সূর্য শক্তিশালী সৌরশিখা তৈরি করেছে। এর মধ্যে অন্তত সাতটি প্লাজমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রতিটি অগ্ন্যুৎপাতের মতো বিস্ফোরণ করোনাল ম্যাস ইজেকশন হিসেবে পরিচিত। এ ঘটনায় সূর্যের বাইরের বায়ুমণ্ডল, যা করোনা নামে পরিচিত, সেখানে কোটি কোটি টন প্লাজমা ও শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়। সৌরঝড়ের কারণে সৃষ্ট অগ্নিশিখার জন্য পৃথিবীর ব্যাসের ১৬ গুণ বেশি সানস্পট বা সূর্যদাগের যুক্ত বলে মনে করা হয়। সূর্য যখন তার ১১ বছরের চক্রের শীর্ষে পৌঁছায় তখন সৌরঝড় দেখা যায়।

ডানকুনির বিজেপি কার্যালয়ে সন্দেশখালির কয়েকজন নির্যাতিতা জানালেন তাদের অত্যাচারের কাহিনী সঙ্গে কল্যাণকে কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ মেঃ হুগলিতে নির্বাচনের আর এক সপ্তাহ বাকি এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বোস ও জেলা নেতৃত্ব একটি তাস খেললেন যেটা হল সোমবার দুপুরে ডানকুনির বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সন্দেশখালীর কয়েকজন অত্যাচারিত মহিলাদের হাজির করলেন এই সাংবাদিক সম্মেলনে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এক নির্যাতিতা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন কিভাবে তারা অত্যাচারিত হয়েছেন তাদের বক্তব্য সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনী হঠাৎ তলব করলো একজন মহিলাকে রাতে তাদের ডেরায় গিয়ে পিঠে বানিয়ে খাওয়াতে হবে , না গেলেই বিপদ । এক মহিলা জানালেন এসব হুমকি শুনে ছুটে যেতে হতো তার স্বামীকেও হুমকি দিত একই অভিযোগ আরো কয়েকজন মহিলার তারা জানালেন দিনের পর দিন শাজাহান বাহিনী কিভাবে অত্যাচার করেছে তাদের ।

তারা বললেন কোনো মহিলা দেখতে শুনতে ভাল হলে জোর করে তারা আটকে রাখতো অত্যাচার করত শুধু তাই নয় তাদের জমি বাড়ি জোর করে দখল করতো তারা প্রথমের দিকে পুলিশকে জানায়। পুলিশ তাদের পাত্তা দেয়নি। এই ঘটনা প্রায় দশ বছর ধরে চলছে। তারা আরও বলে তারা না জেনে শুনে সাদা কাগজে সই করেছিল এই ঘটনার শেষে শাজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পরে সন্দেশখালির মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একবারো সেখানে গেলেন না কেন প্রথম থেকে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন জানালেন উপস্থিত থাকা অত্যাচারিত মহিলারা। এইসঙ্গে হুগলি জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সর্বরী জানালেন শ্রীরামপুরে শেখ শাজাহান আছে এবং বিজেপির এক মহিলা কর্মী বললেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি হচ্ছেন এখানকার শাজাহান বেশ কয়েকজন মহিলা শ্রীরামপুর রিষড়ার কয়েকজন মহিলা নির্যাতিত হয়েছে তার মধ্যে নাবালিকা আছে তারা বিচার পায়নি ব্যবস্থা নেয়নি কল্যাণ ব্যানার্জি সাধারণ মানুষ এর বিচার করবে।

উন্নত সুরক্ষার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিকাঠামোর অবিরত পর্যবেক্ষণ

মালিগাঁও, ১৩ মেঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেল যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তোলার জন্য অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরিভাবে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। চালক ও অপারেটরদের চাক্ষুষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজেদের জোনের মধ্যে ২৪টি স্টেশনে ক্ল্যাম্প টাইপ লকিং সহ থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষতা ও সুরক্ষা আরও বৃদ্ধির জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপগ্রেডেশন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বাগরাকোট ও সেবক সেকশনের মধ্যে ইন্টারমেডিয়েট ব্লক সিগনালিং চালু করেছে, যা সেকশনটির পরিচালনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং এর ফলে অনেক বেশি ট্রেন চলাচল করতে পারবে। কাটিহার ডিভিশনের পাওয়াখালি স্টেশনে ইলেক্ট্রনিকভাবে বিভিন্ন সুরক্ষা উপকরণের পরিচালন নিরীক্ষনের জন্য ডেটা লগার স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।

লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে রঙিয়া ডিভিশনের ছয়টি লেভেল ক্রসিং গেটে ইলেকট্রিক লিফ্টিং ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া ও কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ১৪.৭১৫ কিমি সিগনালিং কেবল নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে। রেলওয়ে সম্পত্তির কোনও ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে ১০টি স্থানে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৩২টি লেভেল ক্রসিং গেটে সিস্টেম ইন্টেগ্রিটি টেস্টিং করা হয়েছে। সুরক্ষা উপকরনগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে মোট ৯১৬টি বিভিন্ন ক্ষমতার সিগনালিং ব্যাটারিও পরিবর্তন করা হয়েছে। রেলওয়ে সিস্টেমে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের ফলে ট্রেনগুলির নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করেছে, এবং এগুলির বিশ্বস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেলওয়ের পরিচালন ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য এক উচ্চমানের সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপদ রেলওয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ভোটের আগেই ইভিএম এর ব্যালট ইউনিট চুরির অভিযোগ উঠল চন্ডীতলায়

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা হুগলি, ১৩ মেঃ ভোটের আগেই ইভিএম এর ব্যালট ইউনিট চুরির অভিযোগ উঠল। গ্রেফতার বিজেপি-র এজেন্ট। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চণ্ডীতলা জনাই ট্রেনিং স্কুলে।

শ্রীরামপুর লোকসভার অন্তর্গত দু'টি বিধানসভা। চণ্ডীতলা ও জাঙ্গীপাড়ার ইভিএম কমিশনিং চলছিল। অভিযোগ, মকপোল চলার সময় বিজেপির এজেন্ট অরুপ কমার মালিক ইভিএমএর ব্যালট ইউনিট চুরি করে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন।মেশিন গোনার সময় তা ধরা পরে। এরপর সিসিটিভি দেখে বিজেপি এজেন্টকে চিহ্নিত করে নির্বচন কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারীকরা। চণ্ডীতলা থানার পুলিকে ডেকে বিজেপি এজেন্টকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন কমিশনিং চলার সময় শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বোস সংশ্লিষ্ট ওই স্কুলে যান। তিনি বলেন, ''ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে খোঁজ নিয়ে বলতে পারব। আজ আমার প্রচার ছিল চণ্ডীতলায় সেখানে প্রচার শেষ করে জনাই ট্রেনিং স্কুলে গিয়েছিলাম। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রার্থী কমিশনিং দেখতে যেতে পারে তাই গিয়েছি। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা কৌশিক শীলের অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে চায়। তাই ইভিএম ব্যালট চুরি করে। বিষয় দেখার পর নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ করেছে।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sabina Alias Bina Karim (পুরাতন নাম) স্বামীShahnawaz Karim , ঠিকানা-6B, Peary Mohan Roy Road, Alipore, Kolkata- 700027, West Bengal, India , কলকাতায় আলিপুর 1st class ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 05.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sabina Karim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sabina Karim (নতুন নাম) এবং Sabina Alias Bina Karim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sk Munsur alias Moonsoor Ali (পুরাতন নাম) পিতা Sekh Muktel ঠিকানা at Vill & P.O.- Tulsiberia, P.S.-Rajapur, Howrah Rural-711401 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) ও Sk Munsur , Moonsoor Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি Sonalal Keshri (পুরাতন নাম) পিতা Kapildev Prasad Keshary ঠিকানা at Bairia, Ballia, U.P.-277201 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sonalal Keshari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sonalal Keshari (নতুন নাম) ও Sonalal Keshri (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sarbani Das (পুরাতন নাম) পিতা Swapan Kumar Das , ঠিকানা B1/4 Diamond Park, Joka, Kolkata-700104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.05.2024 এর Affidavit নম্বর 40 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sarbani Mitra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarbani Mitra (নতুন নাম) এবং Sarbani Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি,Srijita Das (পুরাতন নাম) মাতা Sarbani Mitra, ঠিকানা B1/4 Diamond Park, Joka, Kolkata-700104, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.05.2024 এর Affidavit নম্বর 39 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Srijita Mitra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Srijita Mitra (নতুন নাম) এবং Srijita Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sriparna Das (পুরাতন নাম),মাতা Sarbani Mitra, ঠিকানা B1/4 Diamond Park, Joka, Kolkata-700104, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.05.2024 এর Affidavit নম্বর 38 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sriparna Mitra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sriparna Mitra (নতুন নাম) এবং Sriparna Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I Malay kumar banerjee and Malay banerjee,Son of Late Mohit Banerjee, Residing at Lakee View,2nd floor, 6A, B M Mondal Road,Santoshpur,Kolkata-700075,West Bengal.Shall henceforth be known as Malay kumar bandopadhyay vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 13/05/2024.That Malay kumar banerjee and Malay banerjee also Malay kumar bandopadhyay all are the same and one identical person.

Name Change
I AMIT KUMAR, S/O PRAKASH TIWARI, R/O 40, NANDA GHOSH ROAD, 4TH FLOOR, GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT TIWARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT AMIT KUMAR AND AMIT TIWARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANJAY KUMAR SHAW, S/O GOPAL SHAW, R/O 41, DAKSHIN DARI ROAD, BIDHANNAGAR-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT SANJAY KUMAR SHAW AND SANJAY SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABUBOKKAR MOLLICK, S/O HAZI SAFAR MOLLICK, R/O VILL PASCHIM BAINAN, PO BAINAN, PS BAGNAN, HOWRAH -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUBAKKAR MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT ABUBOKKAR MOLLICK AND ABUBAKKAR MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SATYAJIT MANDAL, S/O PARITOSH MONDAL, R/O GILAPUKUR, BITHARI, PS SWARUPNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743286, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYAJIT MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT SATYAJIT MONDAL AND SATYAJIT MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AJAY KEDIA , S/O PARASHU RAM KEDIA, R/O 48/1, BLOCK -D, BANGUR AVENUE, SOUTH DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY KUMAR KEDIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT AJAY KEDIA AND AJAY KUMAR KEDIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHD REAZ JAMIL, SON OF MD JAMIL, RESIDING AT 50A MOFIDUL ISLAM LANE, PO-ENTALLY, PS-BENIAPUKUR, KOLKATA -700014, WEST. BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD REAZ JAMIL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 23/04/2024.THAT MOHD REAZ JAMIL AND MD REAZ JAMIL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DAULAT HOSSAIN & SK DAULAT HUSSAIN, S/O LATE ABDUL HAMID, R/O 28, TALTALA LANE, PS TALTALA, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK DAULAT HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT DAULAT HOSSAIN & SK DAULAT HUSSAIN AND SK DAULAT HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I CHUMKI RANI DEY, D/O SUSHIL KUMAR DEY, W/O SAJAL KUMAR SEN, R/O 33/C, PRANTIK SARANI, RABINDRA NAGAR, BARRACKPORE, PIN-700065, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHUMKI SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT CHUMKI RANI DEY AND CHUMKI SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARUTI KARMAKAR, W/O AJIT KARMAKAR, R/O DHUTURDAH, MALIARI MINAKHAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743325, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARATI KARMAKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT ARATI KARMAKAR AND ARUTI KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Manirul Hossain (old name) S/O Nur Hossain, residing at Vill-Dakshin Ramdhari, P.O.- Doltala Ghola, P.S.-Baruipur, Dist- South 24 Pgs, Pin-743376, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Manirul Laskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Manirul Laskar (new name) and Manirul Hossain (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Parvesh (old name) S/O Md Yasin, residing at 22/5, Kabitirtha Sarani, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Israfil (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Md Israfil (new name) and Md Parvesh (old name) both are same identical person.

Name Change
I , Nurjahan Khatun @ Nurjahan Begam W/O- SK Samad Ali resident of Vill- Baharampur, P.O.-Shyamsundar, P.S.-Raina, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'NURAJAHAN BEGAM' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 10/05/2024. That Nurjahan Khatun , Nurjahan Begam and Nurajahan Begam all are same and one identical person.

Name Change
I SHUKLA GHOSH, WIFE OF KRISHNAPADA GHOSH, RESIDING AT THUBA GHOSHPARA,WARD NO-9, GOPALMANDIR, TAKI, NORTH 24 PARGANAS - 743429, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKLA GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024.THAT SHUKLA GHOSH AND SUKLA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sirajul Islam S/o.Motiar Rahaman Mondal R/o. Vill. - Narayanpur, P.O.- Lakshmipul, P.S.-Habra, Dist.- 24 Pgs (N), Pin- 743234 shall henceforth be known as Sirajul Mondal. I declare that Sirajul Mondal and Sirajul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-05-2024.

Name Change
I, Mohammed Amedh Hossain Gazi, Mohammed Ahamed Hossain Gazi, Md Ahamed Hossain Gazi & Md Ahanad Hossain Gazi (old name) S/O Ahad Gazi, residing at Vill- Trimohini Paschim Para, P.O.- Basirhat College, P.S.-Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Amed Hossain Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Md Amed Hossain Gazi (new name) and Mohammed Amedh Hossain Gazi, Mohammed Ahamed Hossain Gazi, Md Ahamed Hossain Gazi & Md Ahanad Hossain Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change
I MICHAEL MAI ALIAS MAIAH CHONG, S/O WONG MAI, R/O 15/1C/1 LOKENATH BOSE GARDEN LANE, KOLKATA-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MICHAEL MAI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT MICHAEL MAI ALIAS MAIAH CHONG AND MICHAEL MAI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GAURI CHAKRABORTY,W/O CHANDAN CHAKRABORTY, RESIDING AT 25/3, ANJANGARH PO-BIRATI,PS-AIRPORT, NORTH 24 PARGANAS - 700051, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURI CHAKRABORTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024.THAT GAURI CHAKRABORTY AND GOURI CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASHOK MODI, S/O LATE NAND KISHORE MODI, R/O 33,T.C.ROAD,NEW ALIPORE, KOLKATA-700053, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR MODI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT ASHOK MODI AND ASHOK KUMAR MODI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MURSHIDA BIBI, W/O KUDDUS MONDAL, R/O SEKH O SIPAIPARA,KHELARAMPUR,DIAMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURSHIDA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT MURSHIDA BIBI AND MURSHIDA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KUDDUS ALI MONDAL, S/O DAUD MONDAL, R/O SEKH O SIPAIPARA, KHELARAMPUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUDDUS MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT KUDDUS ALI MONDAL AND KUDDUS MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Hasan (old name) S/O Md. Jakir Hussain, residing at Naihati Jute Mill Road, P.O.- Hazinagar, P.S.- Naihati, Dist – Barrackpore, Pin- 743135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Hasan Shah (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Md Hasan Shah (new name) and Md Hasan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Farjana Begum (old name) W/O Ansaruddin Ahmed, residing at 71/H/4, Dr Sudhir Bose Road, P.O.-Khidderpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Farzana Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Farzana Begum (new name) and Farjana Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Aditya Kumar Sharma (old name) S/O Pradeep Kumar Sharma, residing at Space Town Housing Complex VIP Road, Block 3, Flat 1K, Haldiram Pure Food, Kolkata-700052, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aditya Sharma (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/05/2024. Aditya Sharma (new name) and Aditya Kumar Sharma (old name) both are same identical person.

Name Change
I ABHIJIT NICHOLAS SANYAL,SON OF BHICHARAN SANYAN, RESIDING AT 242 PURBACHAL KALITALA ROAD,PS-GARFA,WEST BENGAL .SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHIJIT SANYAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/04/2024.THAT ABHIJIT NICHOLAS SANYAL AND ABHIJIT SANYAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SOBRATON BEGUM, W/O TOUFIK ALI JAMADAR, R/O BANKRA JAMADAR PARA, PO-BANKRA,PS-DOMJUR,HOWRAH-711403,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOBRATON BEGUM JAMADAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT SOBRATON BEGUM AND SOBRATON BEGUM JAMADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I HAMIDA BEGAM, W/O RAMJAN ALI JAMADAR, R/O BANKRA JAMADAR PARA,PO-BANKRA, PS-DOMJUR, HOWRAH-711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAMIDA BEGAM JAMADAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT HAMEDA BEGUM AND HAMIDA BEGAM JAMADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAUFIQUE ALI ZAMADAR, S/O RAMJAN ALI JAMADAR, R/O BANKRA JAMADAR PARA, PO-BANKRA, PS-DOMJUR,HOWRAH-711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TOUFIK ALI JAMADAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT TAUFIQUE ALI ZAMADAR AND TOUFIK ALI JAMADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GANESH CHANDRA ROY, S/O LATE JITESHWAR ROY, R/O 311/21,MAHARAJA NANDAKUMAR ROAD (SOUTH),PO&PS-BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS-700036,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GANESH ROY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024, THAT GANESH CHANDRA ROY AND GANESH ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUNIL KUMAR, S/O LATE SHURINDRA KUMAR, R/O B-8/16(CA), KALYANI , PO & PS KALYANI, DIST NADIA, PIN-741235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL KUMAR SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD A.C.J.M (1ST CLASS)AT KALYANI ON 10/05/2024, THAT SUNIL KUMAR SARKAR AND SUNIL KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KARUNA CHAKRABORTI, W/O LATE PARIMAL CHAKRABORTI, R/O RABINDRANAGAR, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARUNA GANGULY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARUIPUR ON 04/03/2022, THAT KARUNA GANGULY AND KARUNA CHAKRABORTI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBOPRIYA CHAKRABORTI, D/O KARUNA GANGULY, R/O RABINDRANAGAR, NEW INDIA CLUB, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBOPRIYA GANGULI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARUIPUR ON 04/03/2022, THAT DEBOPRIYA GANGULI AND DEBOPRIYA CHAKRABORTI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD. ADIL SHAH, SON OF MOHAMMAD SHAHJAHAN, RESIDING AT 1H/10, AGA MEHDI STREET, PO-PRK STREET, PS-TALTALA, KOLKATA - 700016, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ADIL SHAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT MD. ADIL SHAH AND MOHAMMAD ADIL SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD. ADIL SHAH,SON OF MOHAMMAD SHAHJAHAN, RESIDING AT 1H/10, AGA MEHDI STREET,PO-PARK STREET, PS-TALTALA, KOLKATA -700016, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ADIL SHAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT MD. ADIL SHAH AND MOHAMMAD ADIL SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I NITESH KUMAR AGARWAL, S/O SITARAM AGARWAL R/O 31/A, KANAI DEWANTALA LANE, SHEORAPHULY,HOOGHLY-712223,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITESH AGARWAL VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024. NITESH KUMAR AGARWAL AND SAME AND NITESH AGARWAL ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I DEEPAK PAL, SON OF DEBRAJ PAL, RESIDING AT MADHYA SRIRAMPUR, PO-SRIRAMPUR, BARDHAMAN-741316,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2024.THAT DEEPAK PAL AND DIPAK PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (স্মল)
কলকাতা শাখা, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ১ম তলা।
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ samlkolkataindianbank.co.in
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যোগাযোগ ব্যক্তি (১) অমরেন্দ্র নাথ মন্ডল (অনুমোদিত কর্মকর্তা) মোঃ ৭০০১১ ৫৪২৪০, (২) অজিত কুমার ঝা (শাখা প্রধান) মোঃ ৯৪৩০৪ ৬৫৪০৪

পরিশিষ্ট - IV - A [বিধি ৮(৬), ৯(১) এর শর্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন সেল নোটিস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬), ৯(১) এর বিধান সহ পড়া হয়েছে। এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (দের) এবং গ্যারান্টারদের (দের) জন্য নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকচার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল নেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), এসএএম লার্জ কোলকাতা শাখা (সিকিউরড ক্রেডিটর), পুনরুদ্ধারের জন্য ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে যেমন আছে সেখানে ভিত্তি, যেমন আছে তাই এবং যা কিছু আছে-তে বিক্রি করা হবে। ৩০.০১.২০২৩ তারিখে ৩,৪৩,৭৪,০৫১.০০ (টাকা তিন কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একান্ন টাকা), ৩১.০১.২০২৩ থেকে আরও সুদ, ভারতীয় ব্যাঙ্কের (এলাহবাদ ব্যাঙ্কের আগে) অর্থপ্রদানের চার্জ, খরচ এবং খরচ সহ , এসএএম লার্জ কোলকাতা শাখা (সিকিউরড ক্রেডিটর) মেসার্স থেকে। Sunrise Erectors Pvt. লিমিটেডের প্রতিনিধি মোঃ সুলতান, নিবন্ধিত অফিস ১১১, পদ্মপুকুর লেন, খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। সাইটের অবস্থানঃ বোদ্ধির বাঁধ, পারবাংলা, পি.এস. - মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা-৭০০ ১৪০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

- ঃ অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম ঃ-

১. Ms Sunrise Erectors Pvt. লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব করেন পরিচালক মোঃ সুলতান
নিবন্ধিত অফিসঃ ১১১, পদ্মপুকুর লেন, খিদিরপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩। সাইটের অবস্থানঃ বোদ্ধির বাঁধ, পারবাংলা, পিএস- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা - ৭০০ ১৪০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২. মি. মোহাম্মদ সুলতান (পরিচালক গ্যারান্টার বন্ধক), এসও। মৃত আব্দুল রহিম, ৩৭৪এ, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট, পিও- খিদিরপুর, পিএস - ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা -৭০০ ০২৩।
৩. মিসেস নাজরা সুলতান (পরিচালক গ্যারান্টার), W/o. মোহাম্মদ সুলতান, ৩৭৪এ, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট, পিও - খিদিরপুর, পিএস - ওয়াটগঞ্জ, কলকাতা -৭০০ ০২৩।
৪. মিসেস তানভি চক্রবর্তী (জামিনদারবন্ধক), W/o. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ডিও। মৃত তপন কুমার সরকার, নবোনগর কলোনি, পারবাংলা, P.O. - পারবাংলা বাটানগর, পি.এস.- মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ১৪১।
৫. মি. স্বপন সরকার (জামিনদারবন্ধক), এস / ও. প্রয়াত ক্ষীরোদ চন্দ্র সরকার, নবনগর পারবাংলা, বোদ্ধির বাঁধ, পি.ও. - পারবাংলা, পি.এস. - মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০ ১৪০।
৬. মিঃ রঞ্জন মন্ডল (জামিনদারবন্ধক), এসও. মৃত প্রবোধ কুমার মন্ডল, উত্তর পূর্ব পাড়া, পারবাংলা বাটানগর, পিও - পারবাংলা, পি.এস. - মহেশতলা, কলকাতাএ৭০০ ১৪০।
৭. জনাব সিতল প্রসাদ মন্ডল (জামিনদারবন্ধক), এসও.প্রয়াত যতীন্দ্র নাথ মন্ডল, ১০, নিত্যানন্দ,পিও - ড্যানিশ শেখ লেন, পিএস - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১ ১০৯।

শাখার নাম ঃ স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বড় কলকাতা শাখা

মোট বকেয়াঃ টাকা ৩০.০১.২০২৩ তারিখে ৩,৪৩,৭৪,০৫১.০০ (তিন কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একান্ন টাকা মাত্র), ৩১.০১.২০২৩ থেকে আরও সুদ, চার্জ, খরচ এবং খরচ সহ।

-ঃ সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

সম্পত্তি ১ঃ ৮৯৫ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ১ম তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '১ বি' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং বিল্ডিং জমি পরিমাপের উপরে পড়ে আছে। কম ১৫ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা, তৌজি ৩৪৩, আরএস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬,৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর ২৪৭১, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং.ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রোড (কোলকাতার দিকে ডানদিকে), পিএ পারবান্দা- ভাটনাগড়পিএস মাহেশতলা, পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১. ৭০০ ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ তারিখের দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিএস আর নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২১,২৪,০০০.০০ (মাত্র একুশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ২,১২,৪০০.০০ (দুই লাখ বারো হাজার চারশ মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১এ ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ২ ঃ ৭৮০ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের প্রথম তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নম্বর '১বি'। সাধারণ ব্যবহারকারীদের অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমি ও ভবনের অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ১৫ কোট্টা ৮ ছিটক ২৮ বর্গফুট জমির উপর পড়ে আছে। মৌজায়- পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং ৪৪, আর.এস. দাগ নং ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), ৩৫৪(পি), জেএল নং ৪৯, এলআর. খতিয়ান নং ২৪৭১, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে ডান দিক), পিও- বাটানগর হয়ে পারবাংলা, পিএস - মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ এর সীমানায়- মহেশতলা পৌরসভা, কলকাতা ৭০০ ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ তারিখের ডিডের মাধ্যমে আবেদন করে। ২৯.১০.২০১৫, ২০১৪ সালের বিনিময় নং ১-০৪৩৮৪ এবং দলিল নং ১৬০২০৭৩২৭১৮ তারিখ ০৬.০৭.২০১৮ সকলেই আইডিআইবি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৮,৯০,০০০.০০ (আঠারো লাখ নব্বই হাজার মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৮৯,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃটাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তির আইডি :আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১বি ঙ) দখলের অবস্থাঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ৩ ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ১ম তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '১ক্স' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কোটাঃ ৮ ছিটক ২৮ বর্গফুট মৌজায় - পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং ৪৪, আর.এস. দাগ নং ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), ৩৫৪ (পি), জেএল. নং ৪৯, এল আর খতিয়ান নং ২৪৭১, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে ডান দিক), পিও - বাটানগর হয়ে পারবাংলা, পিএল মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা - ৭০০ ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩। ২০১৫ তারিখ ২৯।১০ ২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫, ২০১৪ সালের বিনিময় নং ১-০৪৩৮৪ এবং দলিল নং ১৬০২০৭৩২৭১৮ তারিখ ০৬.০৭.২০১৮ সকলেই ড্রিএসআর-১১ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত।

ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (মাত্র সতের লাখ দশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১সি ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ৪ঃ ১০৫৭ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '২ডি' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮বর্গফুট মৌজা- পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আরএস নং ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি),জেএল নং ৪৯ এলআর , ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে),পিও - পারবাংলা, হয়ে বাটানগর পিএস মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩। ২০১৫ তারিখ ২৯।১০ ২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭১৮ ডিএস আর-এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২৫,২০,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ২,৫২,০০০.০০ (দুই লাখ বায়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ ই ঙ) দখলের অবস্থাঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ৫ ঃ ৭৮০ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '২ই' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। 15 Cottah 8 Chhitak 28 Sq.ft at Mauza - Parbangla, Touzi ৩৪৩, R.S No. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (P), J.L. No. 49, L.R.s , ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), বাটানগর হয়ে পারবাংলা, পিএল মাহেশতলা,- মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩। ২০১৫ তারিখ ২৯।১০ ২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭১৮ ডিএস আর-এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৮,৯০,০০০.০০ (আঠারো লাখ নব্বই হাজার মাত্র
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৮৯,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ ক্স ঞ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ৬ ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '২F' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩। ২০১৫ তারিখ ২৯।১০ ২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডি এস আর নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (মাত্র সতের লাখ দশ হাজার টাকা)
খ) EMD পরিমাণ ঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১জি ঙ) দখলের অবস্থা গঠনমূলক

সম্পত্তি ৭ ঃ ৮২২ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৯,৮০,০০০.০০ (মাত্র উনিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ১,৯৮,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি : আইডিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১এ্ইচ ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ৮ঃ ৮৯৫ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃটাকা ২১,২৪,০০০.০০ (মাত্র একুশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ২,১২,৪০০.০০ (দুই লাখ বারো হাজার চারশ মাত্র) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা)
ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১১ ঙ) দখলের অবস্থা ঃগঠনমূলক

সম্পত্তি ৯ ঃ ১০৫৭ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২৫,০২,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ২,৫০,২০০.০০ (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার দুইশ মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি ঃ আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১জে ঙ) দখলের অবস্থাঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ১০ ঃ ৭১৪ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (মাত্র সতের লাখ দশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণঃটাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি ঃ আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ কে ঞ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ১১ঃ ৮৯৫ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ২১,২৪,০০০.০০ (মাত্র একুশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ২,১২,৪০০.০০ (দুই লাখ বারো হাজার চারশ মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডিআইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ এল ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ১২ ঃ ৭৮০বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৮,৯০,০০০.০০ (রুপি আঠারো লাখ নব্বই হাজার মাত্র) খ) ইএমডি পরিমাণঃটাকা ১,৮৯,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডি আইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১এম ঙ) দখলের অবস্থা ঃগঠনমূলক

সম্পত্তি ১৩ ঃ ৭১৪ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (মাত্র সতের লাখ দশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা)

সম্পত্তি ১৪ ঃ ৮৭১ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ২০,৭০,০০০.০০ (মাত্র বিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা) খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা। ২,০৭,০০০.০০ (দুই লাখ সাত হাজার মাত্র) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডিআইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১০ ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৫ ঃ ১০৫৭ বর্গফুট এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৩এ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাটা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা পারবাংলা, তৈজি ৩৪৩ আরএস নং ৩৩৬. ৩৩৬, ৩৩৬৭৩৩ (পি), জেএল নং. ৪৯, এলআর, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ নিউ বিবিটি রাস্তা (কলকাতার দিকে), পিও পারবাবাংলা-বাটানগর পিএস মাহেশতলা, মাহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে ৩১ - ১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭।১৮ তারিখ ০৬।০৭।২০১৮ এ নিবন্ধিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্য ঃ টাকা ২৫,০২,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা)খ) ইএমডি পরিমাণ ঃ টাকা ২,৫০,২০০.০০ (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার দুইশত মাত্র) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি আইডিআইডিআইবি ৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ পি ঙ) দখলের অবস্থা ঃ গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৬ঃ ৭৮০ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৫তম তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৫ই' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), ৩৫৪(পি), জে.এল নং. ৪৯, এল.আর.এস নং. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং ই৩-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৮,৯০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লাখ নব্বই হাজার মাত্র)
খ) পরিমাণঃ টাকা ১,৮৯,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১কিউ **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৭ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৫ তম তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৫এফ' একত্রে সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা বিল্ডিং। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৪৪, আর.এস. দাগ নং. ৩৩৬/৭৩৩ (পি), ৩৫৪(পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই৩-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (মাত্র সতের লাখ দশ হাজার টাকা)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১আর **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৮ঃ ৮৯৫ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৬ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৬বি' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২১,২৪,০০০.০০ (একুশ লাখ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ২,১২,৪০০.০০ (টাকা দুই লাখ বারো হাজার চারশ মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১এস **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৯ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৬ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৬এফ' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (সতের লাখ দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ভি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ১৯ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৬ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৬এফ' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (সতের লাখ দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ভি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২০ঃ ৮২২ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৭ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৭এ' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৯,৮০,০০০.০০ (উনিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৯৮,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩১ডব্লু **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২১ঃ ৭৮০ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৭ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৭ই' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৮,৯০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লাখ নব্বই হাজার মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৮৯,০০০.০০ (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি০৩৮২৫৯৭৫৩১ওয়াই **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২২ঃ ৭১৪ বর্গফুটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের ৭ তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিয়ারিং নম্বর '৭এফ' একত্রে সকল সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লিখিত ভবনের সুযোগ-সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক অংশ এবং কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ১৭,১০,০০০.০০ (সতের লাখ দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ১,৭১,০০০.০০ (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি০৩৮২৫৯৭৫৩১জেড **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৩ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ১ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,৯১,৬০০.০০ (টাকা দুই লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ টাকা ২৯,১৬০.০০ (উনত্রিশ হাজার একশো ষাট টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩এএ **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৪ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ২ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,৯১,৬০০.০০ (টাকা দুই লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২৯,১৬০.০০ (উনত্রিশ হাজার একশ ষাট টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩বিবি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৫ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ৩ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,৯১,৬০০.০০ (টাকা দুই লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২৯,১৬০.০০ (উনত্রিশ হাজার একশ ষাট টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩সিসি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৬ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ৪ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,৯১,৬০০.০০ (টাকা দুই লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২৯,১৬০.০০ (উনত্রিশ হাজার একশ ষাট টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩ডিডি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৭ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ৫ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,৯১,৬০০.০০ (টাকা দুই লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২৯,১৬০.০০ (উনত্রিশ হাজার একশ ষাট টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩ইই **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৮ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ১ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,১৮,৭০০.০০ (দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২১,৮৭০.০০ (একুশ হাজার আটশ সত্তর টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩এফএফ **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ২৯ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ২ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,১৮,৭০০.০০ (দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২১,৮৭০.০০ (একুশ হাজার আটশ সত্তর টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩জিজি **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ৩০ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ৩ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,১৮,৭০০.০০ (দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২১,৮৭০.০০ (একুশ হাজার আটশ সত্তর টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩এইচএইচ **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তি ৩১ঃ সম্রাট টাওয়ার নামে পরিচিত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ৪ এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল বেশি পরিমাপের জমিতে পড়ে আছে কম-বেশি ভূমির উপর পড়ে থাকা ভবন। ১৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ স্কোঃফিঃ মৌজা-পারবাংলা, তৌজি ৩৪৩, আর.এস. নং. ৩৩৬, ৩৩৬/৭৩৩ (পি), জে.এল. নং. ৪৯, এল.আর.এস. ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৭১৭, হোল্ডিং নং. ই২-৪৮ / নতুন বি.বি.টি. রোড (কলকাতার দিকে), পোস্টঃ পারবাংলা ভায়া বাটানগর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১ মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৪০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এক্সচেঞ্জ নং ১০৭৫৩২০১৫ এর দলিল দ্বারা প্রযোজ্য। ২৯.১০.২০১৫ তারিখের এক্সচেঞ্জ নং ১-০৪৩৮৪ এর দলিল এবং ডিড নং ১৬০২০৭৩২৭/১৮ তারিখঃ ০৬.০৭.২০১৮-এ নিবন্ধিত ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
ক) রিজার্ভ মূল্যঃ টাকা ২,১৮,৭০০.০০ (দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ টাকা মাত্র)
খ) ইএমডি পরিমাণঃ ২১,৮৭০.০০ (একুশ হাজার আটশ সত্তর টাকা মাত্র)
গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি আইডিঃ** আইডিবিআইবি৫০৩৮২৫৯৭৫৩আইআই **ঙ) দখলের অবস্থাঃ** গঠনমূলক

সম্পত্তির দায়ভার (সমস্ত সম্পত্তির জন্য)
অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য, ২০২২ সালের এসএ/১২০ ডিআরটি কলকাতা-৩ কাছে মুলতুবি রয়েছে, যেখানে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই- একুয়েশন ওয়েবসাইট | লোকেশন | প্রপার্টি ইমেজ

কিউ আর কোড (সমস্ত সম্পত্তির জন্য)

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩.০৫.২০২৪ থেকে ১৩.০৬.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টের মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ তারিখ-১৪.০৬.২০২৪, সময় সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-নিলামের পরিষেবা প্রদান করা হবেঃ https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্পডেস্ক নম্বর ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিমিটেড-এর সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন / এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- hftps://ibapi.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, দয়া করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০ ৬১৩১-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের hftps://ibapi.in এবং mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্যঃ এটি ঋণগ্রহীতা(গুলি) / গ্যারান্টার(গুলি) / বন্ধক(গুলি) / পরিচালক(গুলি)-এর জন্যও একটি নোটিশ

তারিখঃ ১৩.০৫.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রোহিত-আগরকর কেউই চাননি

চাপে পড়ে হার্দিককে বিশ্বকাপের দলে নিতে হয়েছে

চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

মুম্বই, ১৩ মেঃ ক্যাপ্টেন চাননি, নির্বাচকরাও চাননি। তা সত্ত্বেও ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। চাপে পড়েই নির্বাচকরা হার্দিককে টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে উঠে আসছে দৈনিক জাগরণের রিপোর্টে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্ব নিয়ে হার্দিক পান্ডিয়া ও রোহিত শর্মার ব্যক্তিগত সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে, এতদিনে সেটা স্পষ্ট। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের ভারতীয় তারকারা হার্দিককে ক্যাপ্টেন হিসেবে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি, এমন গুঞ্জনও শোনা গিয়েছে। এমন অবস্থায় টি-২০ বিশ্বকাপের দলকে যখন নেতৃত্ব দেবেন রোহিত, তিনি চাননি অফ ফর্মে থাকা অলরাউন্ডারকে নিয়ে মাঠে নামতে। অজিত আগরকর-সহ জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলীও চাইছিল পান্ডিয়াকে বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলতে। তবে সম্ভবত বিসিসিআই কর্তাদের চাপেই হার্দিককে ১৫ জনের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। আসলে রোহিত পরবর্তী সময়ে বিসিসিআই হার্দিক পান্ডিয়াকেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখতে চাইছে। সেই কারণেই শুধু বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়াই নয়, বরং পান্ডিয়া বিশ্বকাপ দলের ভাইস

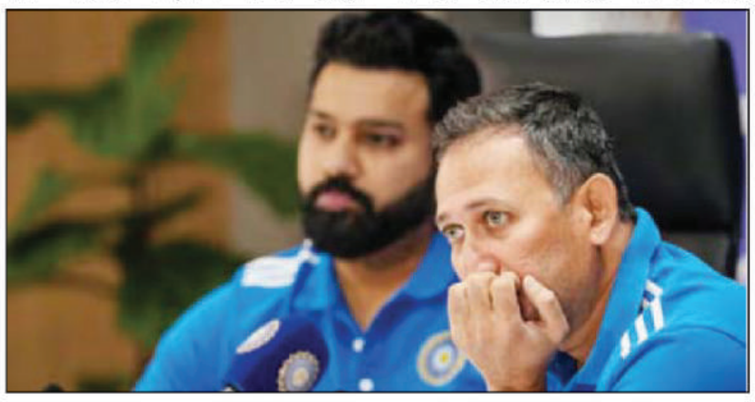

ক্যাপ্টেন্সিও পেয়ে যান। শোনা যাচ্ছে যে, বিশ্বকাপের পরেই রোহিত শর্মা টি-২০ ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিতে পারেন। রোহিত জাতীয় দলের টি-২০ জার্সি তুলে রাখলে পান্ডিয়ার হাতেই নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিতে চান বোর্ড কর্তারা। উল্লেখ্য, ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার দুই সিনিয়র তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি টি-২০ ফর্ম্যাটের জাতীয় দল থেকে দূরে ছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে ভারতের টি-২০ স্কোয়াডে ফেরেন তাঁরা। মাঝের সময়টায় রোহিতের অনুপস্থিতিতে হার্দিক পান্ডিয়াই ভারতীয় দলকে ২০ ওভারের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেন। সুতরাং, টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই হার্দিককে পাকাপাকিভাবে ভারতের টি-২০ ক্যাপ্টেন ঘোষণা করতে পারে বিসিসিআই। সুতরাং, রোহিত যদি সত্যিই বিশ্বকাপের পরে টি-২০ ফর্ম্যাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, সেখানেও হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তিক্ততার প্রভাব থাকতে পারে।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ১৫ জনের মূল স্কোয়াড। রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), যশস্বী জসওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (ভাইস ক্যাপ্টেন), শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অক্ষর প্যাটেল, আর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজ।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতের রিজার্ভ ক্রিকেটারের তালিকা। শুভমন গিল, রিঙ্কু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

রোহিত শর্মা ৫০ বছর অবধি খেলতে পারে!

মুম্বই, ১৩ মেঃ বয়স কি ক্রীড়াবিদদের কাছে বড় বাধা? বয়স হয়ে যাওয়া মানেই কি ফুরিয়ে যাওয়া? একাধিক ক্রীড়াবিদ অনেক সময় ৪০-এর কোঠায় পা রাখার আগেই অবসর ঘোষণা করেন। অনেকে আবার থাকেন মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো। ৪২ বছর বয়সেও ভালোবেসে ক্রিকেটটা চুটিয়ে খেলছেন। ধোনি অবশ্য ২০২০ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এখনও তিনি খেলার মতো ফিট বলেই হলুদ জার্সিতে আইপিএলে নামছেন। এ বার দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ সিং, যিনি ভারতীয় প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের বাবা, মন্তব্য করেছেন ক্রিকেটারদের বয়স নিয়ে। শুধু তাই নয়, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা কতদিন খেলতে পারেন, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি। রোহিত শর্মার বয়স ৩৭। তিনি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলার পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়ে চুটিয়ে খেলছেন। যোগরাজ সিং মনে করেন, রোহিত আরও অনেক দিন ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন। যদি তিনি একটা বিষয় মেনে চলেন। নিউজ১৮ইন্ডিয়া-কে যোগরাজ সিং বলেন, ''বয়স নিয়ে এই সংক্রান্ত কথাগুলো কেন হয় আমি বুঝতে পারি না। যদি তোমার বয়স ৪০-৪২ হয় বা যদি ৪৫ বছরও হয়, আর তুমি যদি ফিট থাকো এবং ভালো পারফর্ম করো, তা হলে সমস্যাটা কোথায়? অনেক মানুষ মনে করে ৪০ বছর বয়স হয়ে যাওয়া মানে তুমি বয়স্ক। তোমার বাচ্চারা বড় হয়ে গিয়েছে এবং তোমার পারফর্ম করা শেষ। কিন্তু সত্যিটা হল তুমি এখনও ফুরিয়ে যাওনি।'' যোগরাজ সিং ১৯৮৩

সালের বিশ্বকাপ টিমের সদস্য মহিন্দর অমরনাথের উদাহরণ টেনে বলেন, ''মহিন্দর অমরনাথ ৩৮ বছর বয়সে (৩৩) ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ফাইনালে ও ম্যাচের সেরা হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেটের এই বয়স ফ্যাক্টর বিষয়টা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। রোহিত শর্মা ও বীরেন্দ্র শেহওয়াগ আমার মতে দুর্দান্ত প্লেয়ার। ওরা কখনও ফিটনেস ও ট্রেনিংয়ের বিষয়ে ভাবেনি। রোহিত এটাই করলে ৫০ বছর অবধি খেলা চালিয়ে যেতে পারে।'' বয়স নয়, ফিটনেসই আসল। এমনটাই মনে করেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ সিং। তাঁর কথায়, ''স্যার গ্যারি সোবার্স তাঁর বইয়ে লিখেছেন, তিনি জানেন ফিটনেস ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কখনও পার্টিতে যাননি। তিনি জানিয়েছিলেন, অনুশীলনে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি প্রচুর রানও করেছিলেন। তাই বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফিটনেসটাই আসল।''

বিরাট-সৌরভ 'হ্যান্ডশেক বিতর্কে' কি ইতি?

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ হ্যান্ডশেক করতে কতক্ষণ সময় লাগে? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হ্যান্ডশেক করে নেওয়া যায়। গত বছরের আইপিএলে এক 'হ্যান্ডশেক বিতর্ক' তৈরি হয়েছিল। যা নিয়ে ক্রিকেট জগতে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়া ২টো মানুষ হলেন বিরাট কোহলি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তেইশের আইপিএলে দিল্লি-আরসিবির এক ম্যাচে সৌরভ ও বিরাট একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করেননি। যা নিয়ে বিরাট জলঘোলা হয়েছিল। চব্বিশের আইপিএলে ছবিটা বদলে গিয়েছে। রবিবার রাতে সৌরভ ও বিরাটের অন্য সমীকরণ দেখা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রবি-রাতের আরসিবি-দিল্লি আইপিএল ম্যাচের শেষের এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ম্যাচের শেষে দুই দলের ক্রিকেটাররা সৌজন্য বিনিময় করছেন। লাইন দিয়ে এক এক করে দুই দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফরা হাত মেলাতে মেলাতে এগোতে থাকেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে যখন বিরাট কোহলি আসেন, সেই সময় মহারাজকে দেখা যায় তাঁকে কিছু বলতে। সৌরভের মুখে হাসি ছিল। বিরাটও তাঁকে কিছু একটা উত্তর দেন। তাঁরা হ্যান্ডশেকও করেন। নেটদুনিয়ায় সৌরভ ও বিরাটের ওই ছবিও শেয়ার করেছেন অনেকেই। নেটিজেনদের নজর এড়ায়নি আর একটি বিষয়। তা হল, বিরাট কোহলির সঙ্গে হাত মেলানোর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর টুপিটি খুলে হাতে নেন। অনেকের মতে, বিরাটের প্রতি সম্মান জানাতেই এমনটা করেছেন মহারাজ। এ বারের আইপিএলে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটার এখনও অবধি বিরাট কোহলি। তিনি যে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন, তাতে তাঁকে আইপিএলের পর হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে দেখতে চাইছেন মহারাজ। কয়েকদিন আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ কথা খোদ জানিয়েছিলেন।

জকোভিচ বুঝিয়ে দিলেন, মাথায় বোতলের আঘাতই রোম ওপেন থেকে বিদায়ের কারণ

রোম, ১৩ মেঃ রোম ওপেনে গতকাল তৃতীয় রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয়ে বিদায় নিয়েছেন নোভাক জকোভিচ। চিলির ৩২তম বাছাই আলেসান্দ্রো তাবিলোর কাছে ৬-২ ও ৬-৩ গেমে হেরে বিদায় নেন সার্বিয়ান শীর্ষ বাছাই। ম্যাচজুড়ে সংগ্রাম করতে থাকা জকোভিচকে হারাতে তাবিলোর সময় লেগেছে মাত্র ৬৭ মিনিট। হতাশাজনক হারের কারণ হিসেবে দুই দিন আগে মাথায় বোতলের আঘাত পাওয়াকে দায়ী করেছেন জকোভিচ। বলেছেন, মাঠে নিজেকে ভিন্ন এক খেলোয়াড় বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাও বলেছেন রেকর্ড ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা কিংবদন্তি। গত শুক্রবার রোম ওপেনে জয়ের পর সমর্থকদের অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন জকোভিচ। আকস্মিকভাবে উড়ে আসা বোতলের আঘাতে আহত হন। শুরুতে আঘাতটাকে বেশ গুরুতরই মনে হচ্ছিল। পরে ভালো থাকার কথা জানান জকোভিচ নিজেই। এমনকি পরে রসিকতা করে সাইক্লিং হেলমেট পরে অনুশীলনে এসে হাসিমুখে দর্শকদের অটোগ্রাফও দেন। তবে গতকাল হারের পর বোতলের আঘাতের সেই ঘটনাকেই কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন জকোভিচ, ''বিষয়টা

আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। সেদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর এবং আধা ঘণ্টা ধরে বমি ভাব ও মাথা ঘোরানোর শেষে আমি ঘুমাতে পেরেছিলাম। যদিও আমার মাথাব্যথা ছিল। এরপর গতকাল আমি বেশ ভালোই ছিলাম। আমার মনে হয়েছে সব ঠিক আছে। হয়তো ঠিক ছিল, হয়তো ছিল না।'' কোর্টে নিজেকে ভিন্ন কোনো খেলোয়াড় বলে মনে হওয়ার কথা জানিয়ে জকোভিচ আরও বলেছেন, ''আজ কোর্টে নিজেকে আমার একেবারেই আলাদা খেলোয়াড় মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ আমার হয়ে খেলছে। কোনো ছন্দ ছিল না, কোনো টেম্পো ছিল না, এমনকি কোনো শটে ভারসাম্যও ছিল না। এটা খানিকটা চিন্তার বিষয়ই বটে। সত্যি কথা হচ্ছে, কোনো পর্যায়ে মনে হয়নি আমি জিততে পারি।'' এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, জকোভিচ নিচে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে থাকা ভক্তদের অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় পাশ থেকে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন আরেক ভক্ত। তখন সেই হাত বাড়িয়ে দেওয়া ভক্তের ব্যাগ থেকে পানির বোতল এসে পড়ে জকোভিচের মাথায়। বোতলের আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে লুটিয়ে পড়েন জোকো। কিছু সময় পর সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাঁকে।

গোয়েঙ্কাকে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক বোঝালেন বীরু, রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে মালিকদের সীমারেখাও নির্ধারণ করলেন

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ ম্যাচ হারের পর দলের অধিনায়ককে প্রকাশ্যেই তিরস্কার করে বিতর্কে জড়িয়েছেন লখনউ টিমের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ভারতীয় দলের একজন তারকা ক্রিকেটারকে তীব্র ভর্ৎসনা করায় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি। এবার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। গত বুধবার হায়দরবাদের বিরুদ্ধে হারের পর খেলা শেষ দেখা যায় যে, স্ট্যান্ড থেকে মাঠে নেমে এসেছেন লখনউ দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এরপর ভরা স্টেডিয়ামে প্রকাশ্যেই তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেন রাহুলকে! তখন চুপ করে সব শুনেছিলেন। এই ভিডিও সমাজ মাধ্যমে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। কাঠগড়ায় তোলা হয় দলের মালিককে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে বিশ্রী হারের পর ভরা গ্যালারি, একাধিক ক্যামেরার সামনে অধিনায়ক কেএল রাহুলের সঙ্গে এমন ব্যবহার মানতে পারছে না কেউই। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র

শেহওয়াগ। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ''মালিকের ভূমিকা একমাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে অথবা সাজঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। একমাত্র ক্রিকেটারদের মোটিভেট করা উচিত দলের কর্ণধারদের। দলের মালিক যদি হঠাৎ করে এসে কোনও একজনকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন, কী হচ্ছে, সমস্যা কোথায়? হঠাৎ করে অধিনায়ককে প্রকাশ্যেই দলের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা শোনাতে থাকেন তাহলে কখনই তা ঠিক নয়।'' এখানেই থেমে থাকেননি শেহওয়াগ। শিল্পপতিকে রীতিমতো লাভক্ষতির হিসাব দেখিয়ে বীরু বলেন, ''এই সব শিল্পপতিরা বোঝে শুধু লাভ আর ক্ষতি। কিন্তু এখানে তো তাঁর কোনও ক্ষতিও হয়নি। তাহলে তাঁর রেগে যাওয়ার কারণ কি? আপনি ৪০০ কোটি টাকা আয় করছেন। এটা এমন ব্যবসা, যেখানে আপনার নিজের কিছুই করার নেই। এখানে প্রত্যেকেই নিজেদের কাজ করার জন্য আছে। ফলে যাই ঘটুক না কেন, আপনার তো লাভ হচ্ছে।'' টি-২০ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়লেও দীর্ঘদিন ধরে ভারতের জার্সিতে খেলছেন। গত তিন বছর ধরে আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক। এর আগে পাঞ্জাব কিংসকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর মাথা হেঁট দেখতে রাজি নয় ভক্তরা। এমনকি রাহুলের আইপিএলের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়। যদিও লখনউ দলের মুখপাত্র জানিয়েছেন চলতি আইপিএলে বাকি ম্যাচগুলিতেও অধিনায়কত্ব করবেন রাহুলই। অর্থাৎ রাহুলের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল তাতে জল ঢালা হয়েছে লখনউ দলের পক্ষ থেকে।

ম্যান ইউকে হারিয়ে ফের শীর্ষে আর্সেনাল, অপেক্ষা সেই শেষ ম্যাচের

ম্যানচেস্টার, ১৩ মেঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ভাবা হচ্ছিল আজ রবিবারের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-আর্সেনালের ম্যাচটিকে। এই ম্যাচে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডের জয়ের প্রত্যাশায় ছিল ম্যানচেস্টার সিটিও। আর্সেনালের পয়েন্ট হারারেই ট্রফিতে এক হাত রাখতে পারত সিটি। তবে সিটিকে সে সুযোগ দিল না এমিরেটসের দলটি। ইউনাইটেডের মাঠে ১-০ গোলে জিতে শিরোপা লড়াইয়ে দারুণভাবে টিকে থাকল গানাররা। পাশাপাশি এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও উঠে আসল মিকেল আরতেতার দল। ৩৭ ম্যাচ শেষে আর্সেনালের পয়েন্ট এখন ৮৬। এক ম্যাচ কম খেলে সিটির পয়েন্ট ৮৫। ইউনাইটেডের বিপক্ষে জিতে আর্সেনালের চোখ এখন মঙ্গলবার রাতে ম্যানচেস্টার সিটি-টটেনহাম ম্যাচে। সেদিন টটেনহামের বিপক্ষে সিটি পয়েন্ট হারালেই শিরোপা রেসের ব্যাটনটা চলে আসবে আর্সেনালের হাতেই। তবে সেই ম্যাচে ফল যাই হোক, এটুকু নিশ্চিত যে শেষ দিনেই নির্ধারিত হবে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। আজ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের প্রথম কয়েক মিনিট বল ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বক্সে। প্রথম চার মিনিটের মধ্যে কয়েকবার আক্রমণেও যায় আর্সেনাল, কিন্তু পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। শুরুর এই চাপ কাটিয়ে দ্রুত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ইউনাইটেড। প্রতি-আক্রমণ থেকে দারুণ একটি সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও গোল করতে ব্যর্থ হন রাসমুস হইলুন্দ। একটু পর কাছাকাছি গিয়ে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন আলেহান্দ্রো গারনাচোও। এরপর ধীরে ধীরে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইউনাইটেডের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করে আর্সেনাল। কয়েকবার চেষ্টা করে ফিরে আসলেও ২০ মিনিটের মাথায় ঠিকই ইউনাইটেড রক্ষণ ভেঙে ফেলে গানাররা। ইউনাইটেডের রক্ষণের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন কাই হাভার্টজ। দারুণ এক পাসে হাভার্টজ বল বাড়িয়ে দেন লিয়ান্দ্রো

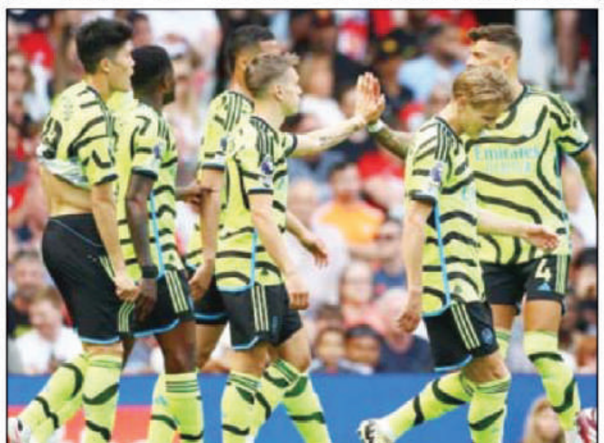

ত্রোসারের উদ্দেশ্যে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি ত্রোসার। নিঁখুত ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়িয়ে এগিয়ে দেন দলকে। এটি সর্বশেষ ৬ লিগ ম্যাচে ত্রোসারের চতুর্থ গোল। গোল খেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে ইউনাইটেড। চেষ্টা করে আক্রমণে গিয়ে আর্সেনালকে চাপে ফেলার। বিরতির আগে একাধিক সুযোগও তৈরি করে তারা। যদিও সমতা ফেরানোর জন্য সেসব যথেষ্ট ছিল না। আর্সেনালের জমাট রক্ষণের বাধা পেরোতেই পারেনি এরিক টেন হাগের শিষ্যরা। এদিন প্রথম ৩৫ মিনিটে ৬টি শট নেয় ইউনাইটেড, যার কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেননি গারনাচো-হইলুন্দরা ইউনাইটেডের চাপে আর্সেনাল এ সময় প্রতি-আক্রমণ নির্ভর হয়ে পড়ে। তবে বিরতির আগে ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি তারা। বিরতির পরও আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে জমে উঠে ম্যাচ। গোলের খোঁজে দুই দলই এ সময় আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। কিন্তু উভয় দলই রক্ষণে দারুণ দৃঢ়তা দেখানোয় মিলছিল না গোলের দেখা। ইউনাইটেডের হয়ে একাধিকবার গোল করার মতো অবস্থানে পৌঁছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সমতা আনতে পারেননি গারনাচো। ৬৫ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ আসে মার্টিন ওডেগার্ডের সামনে। কিন্তু দুর্বল শটে সে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ওডেগার্ড। গতিময় ফুটবলে পরবর্তী সময়ে দুই দলই উপহার দেয় রোমাঞ্চ। ৭৯ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট দারুণভাবে রুখে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। পাল্টা আক্রমণ থেকে আবারও কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হন গারনাচো। ৮৩ মিনিটে ফের ইউনাইটেডকে রক্ষা করেন ওনানা। এরপর শেষ দিকে দুই দলই মরিয়া হয়ে গোলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা কোনো দলই পায়নি। প্রথমার্ধে করা ত্রোসারের গোলটিই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয় ম্যাচের ভাগ্য।

এমবাপের প্যারিস-বিদায়ের রাতে পিএসজির হার

প্যারিসের শেষ ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে মা ফায়জা লামারি, ভাই ইথান এমবাপে ও বাবা উইলফ্রেড এমবাপে।

প্যারিস, ১৩ মেঃ পার্ক দ্য প্রিন্সেসে কিলিয়ান এমবাপের শেষ ম্যাচ। এই ম্যাচই আবার পিএসজির লিগ 'আঁ' শিরোপা জয়ের উৎসব। পিএসজির এমন দুটি উপলক্ষ তেতো বানিয়ে দিয়েছে তুলুজ। লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা নিজেদের মাঠে হেরেছে ৩-১ গোলে। এবারের লিগ 'আঁ'-তে এটি পিএসজির দ্বিতীয় হার। ম্যাচ শেষে পিএসজি ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলের কথাতেই যা স্পষ্ট, ''এই হার আমাদের পার্টি কিছুটা মাটি করে দিয়েছে। এমনিতে হার সব সময়ই হতাশার, সেটা আপনি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেও। বিশেষ করে এভাবে নিজেদের সমর্থকদের সামনে হারাটা।'' লিগ আঁ-তে পিএসজির এখনো দুটি ম্যাচ বাকি আছে। বাকি আছে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালও। তবে এর কোনোটিই পার্ক দ্য প্রিন্সেসে নয়। যে কারণে পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া এমবাপের জন্য তুলুজের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল ঘরের মাঠে তাঁর শেষ। ম্যাচের ৮ মিনিটে গোল করে নিজের বিদায়ী ম্যাচকে রাঙিয়েও তুলেছিলেন এমবাপে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই তুলুজের হয়ে সমতা নিয়ে আসেন থিস ডালিঙ্গা। ম্যাচের বাকি সময়ে পিএসজি কোনো গোল করতে না পারলেও ৬৮ মিনিটে ইয়ান গোবো ও যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ফ্রাঙ্ক মাগরি গোল করে পিএসজিকে হারের তেতো স্বাদ উপহার দেন। ম্যাচ শেষে ট্রফি নিয়ে উদ্‌যাপনে উৎসবমুখর ছিলেন পিএসজির খেলোয়াড়েরা। উপস্থাপকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমবেত কণ্ঠে এমবাপ্পের নামে স্লোগান দিয়েছেন পিএসজির সমর্থকেরা। পরে কোচ লুইস এনরিকে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''সমর্থকেরা এমবাপেকে ট্রিবিউট দিয়েছে, যেটা তার প্রাপ্যও। বয়স কম হলেও সে ক্লাবের কিংবদন্তি। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকটা ম্যাচে সে আছে। আমি ওর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।'' লিগ আঁ-তে পিএসজির শেষ দুই ম্যাচ নিস ((১৫ মে) ও মেৎসের (১৯ মে) বিপক্ষে। এ ছাড়া লিওঁর বিপক্ষে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনাল ২৫ মে।

স্টেডিয়ামের ছাদ ফুটো হয়ে পড়ল জল, ম্যাঞ্চেস্টারের মাঠ নিয়ে বিতর্ক

ম্যানচেস্টার, ১৩ মেঃ খেলার মাঠে এমনিতেই হতশ্রী পারফরম্যান্স ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। রবিবার আর্সেনালের কাছে ঘরের মাঠে ০-১ হেরেছে তারা। স্টেডিয়ামও যে ভাল অবস্থায় নেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। স্টেডিয়ামের ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির জল পড়ল। ভেসে গেল সমর্থকদের আসন। বিপক্ষের সাজঘরেও ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে থইথই অবস্থা তৈরি হল। রবিবার ম্যান ইউ বনাম আর্সেনাল ম্যাচের শেষের দিকে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির বেগ ছিল খুবই বেশি। তা যে ম্যান ইউয়ের জন্য এতটা দুঃসময় নিয়ে আসবে তা অনেকেই ভাবতে পারেননি। বৃষ্টির তোড়ে স্টেডিয়ামের ছাদের

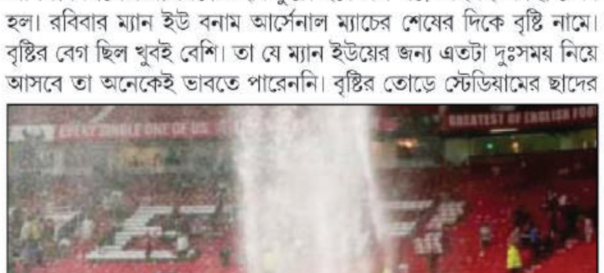

একটি ভাঙা অংশ দিয়ে প্রবল বেগে জল পড়তে শুরু করে। সমর্থকেরা আসন ছেড়ে উঠে যান। ওই অংশ ফাঁকা হয়ে যায় তখনই। পরে দেখা যায়, বিপক্ষ আর্সেনালের সাজঘরের অবস্থা আরও খারাপ। প্রকাশ্যে আসা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, শৌচাগারের ছাদ দিয়ে পড়ছে জল। সেই জলে কিছু ক্ষণ পরেই মেঝেতে থইথই অবস্থা তৈরি হয়। জার্সি বদলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন ফুটবলারেরা। তবে জয়ের আনন্দের চোটে তাঁরা সে সবে পাত্তা দেননি। সম্প্রতি ম্যান ইউয়ের মালিকানা গিয়েছে জিম র‍্যাটক্লিফের হাতে। তিনি চান, ১১৪ বছরের পুরো ওল্ড ট্রাফোর্ড স্টেডিয়াম ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন একটি স্টেডিয়াম তৈরি করতে। তার জন্য ২০,৯৬৫ টাকা লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সেই অর্থ জোগাড় করা সম্ভব না হলে ওল্ড ট্রাফোর্ডকেই নতুন করে সাজানো হবে। সে কাজে খরচ হতে পারে ১৯৭৮ কোটি টাকা। সমর্থকেরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, দলের এই পারফরম্যান্সের পর এই জিনিস তাঁদের প্রাপ্য নয়।

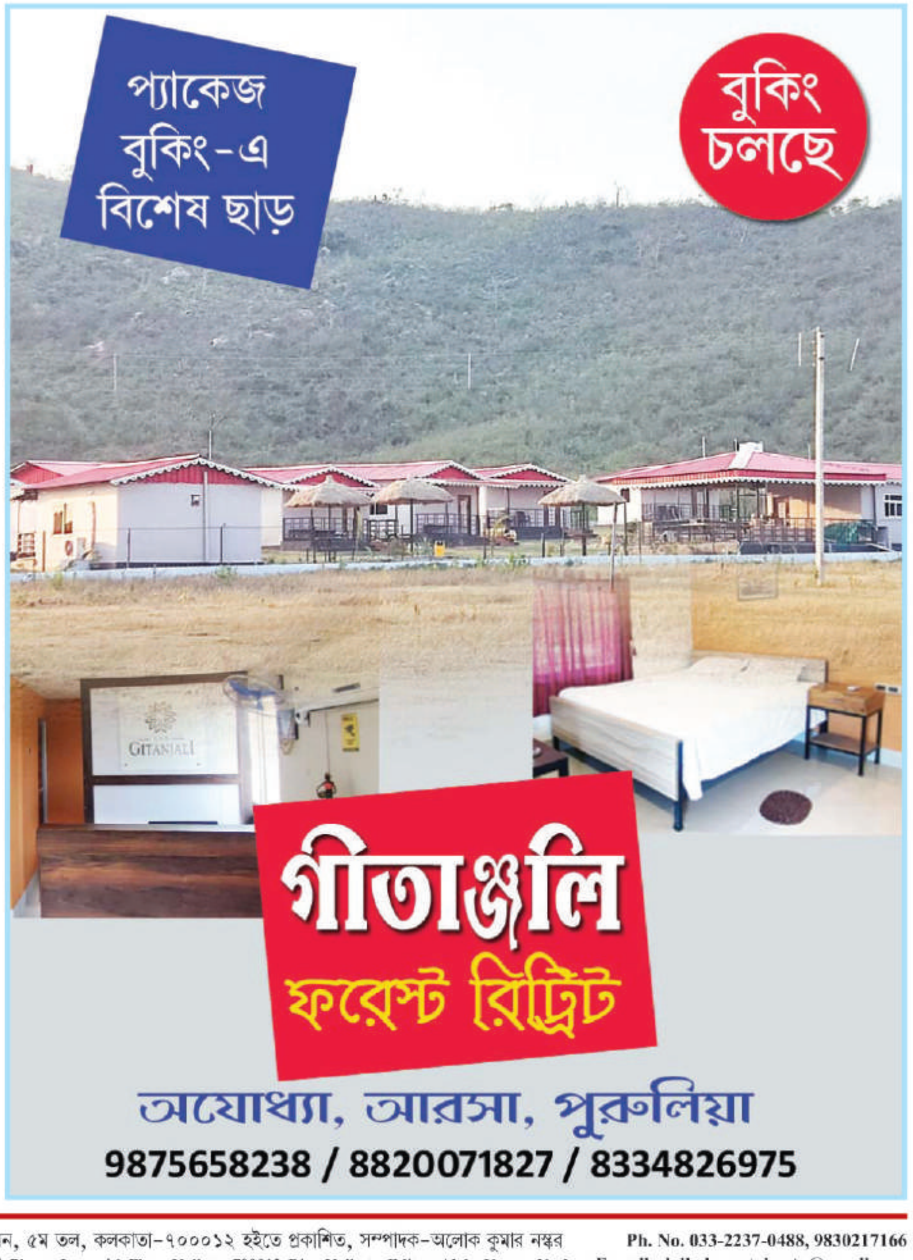

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com